ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 December, 2023 ■ আগরতলা ৮ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

তৈবান্দাল পিএইসি'র নতুন ভবনের উদ্বোধন

৫৫ কোটি টাকায় পৃথক সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পসারণে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উন্নত করার জন্য সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মৌলিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্যে ১০০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ সোনামুড়ার তৈবান্দাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। এ উপলক্ষে তৈবান্দাল মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের প্রান্তিক জনপদগুলিতে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি পৃথক সংক্রামক ব্যাধি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক বিকাশে চিকিৎসা পরিষেবা সহ শিক্ষা, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এখন বিভিন্ন জটিল রোগের আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সম্পসারিত হয়েছে। ফলে বহির্রাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা করানোর প্রবণতা অনেকটা হাস পেয়েছে। রাজ্য সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের নীতি নিয়ে উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সোনামুড়া মহকুমার উরমাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত কোয়ার্টার কমপ্লেক্সেরও উদ্বোধন করেন। এই কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে ১০টি কোয়ার্টার রয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ড. অঞ্জন দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা মোহনভোগ বিএসির চেয়ারম্যান বাসল্য কুমার নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানে এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক বিন্দ দেবনাথ, এমডিসি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে রাজ্যে বৃষ্টিপাত ঃ জারি হলুদ বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে আজ সকাল থেকে মুষলধারে না হলেও দিনভর বৃষ্টিতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী এই বৃষ্টিপাত আগামীকালও থাকবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দফতর থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মিগজাউমের প্রভাব অন্ধ্র প্রদেশের তুলনায় তামিলনাড়ুতেই বেশি পড়েছে। জলমগ্ন শহরের বহু এলাকা। ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের প্রভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তামিলনাড়ু। চেন্নাই ছাড়াও তামিলনাড়ুর অন্যত্র প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। ইতিমধ্যে চেন্নাইয়ে আট জনের মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন এলাকার বাড়ির ভিতরেও জল ঢুকে গিয়েছে। ওই ঘূর্নিঝড়ের প্রভাব ত্রিপুরায়ও পড়েছে। আজ সকাল থেকে সারা রাজ্যে দিনভর বৃষ্টিতে জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২১.৮ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ৩২.৮ এমএম বৃষ্টিপাতের পরিমাণ রেকর্ড করা হয়েছে। আগামীকাল সর্বোচ্চ ২৫ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগামীকাল ত্রিপুরায় অধিকাংশ জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

অর্থ দপ্তরে ১০ জনকে অফার দিলেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। অর্থ দপ্তরের অধীনে ডাইরেক্টরেট অব ট্রেজারিসে ১০ জনকে এলডিসি পদে নিয়োগের অফার দেওয়া হয়েছে। আজ সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় তাদের হাতে অফারগুলি তুলে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, অফারপ্রাপ্ত এই ১০ জন জেআরবিটি'র মাধ্যমে গ্রুপ-সি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিতদের হাতে অফার তুলে দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার জেআরবিটি'র মাধ্যমে গ্রুপ-সি পদে নিয়োগের জন্য প্রক্রিয়া শুরু করে ও পর্যায়ক্রমে তা সম্পন্ন করা হচ্ছে।জেআরবিটি'র মাধ্যমে গ্রুপ- সি পদে নির্বাচিত ১,৯৮০ জনকে বিভিন্ন দপ্তরে অফার দেওয়ার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে আজ অর্থ দপ্তরের অধীন ডাইরেক্টরেট অব ট্রেজারিসে ১০ জনকে এলডিসি পদে অফার দেওয়া হয়।

অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনতে সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। অনুষ্ঠানে অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব আকিঞ্চন সরকার সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

তেলেঙ্গানায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন রেবন্ত রেড্ডি

হায়দরাবাদ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন কংগ্রেস এ রেবন্ত রেড্ডি। বৃহস্পতিবার দুপুরে হায়দরাবাদের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী স্টেডিয়ামে তেলেঙ্গানার নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এ রেবন্ত রেড্ডি। তেলেঙ্গানার উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন ভাট্টি বিক্রমর্ক। এছাড়াও কয়েকজন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন, তাঁরা হলেন- উত্তম কুমার রেড্ডি, সি দামোদর রাজনারসিমহা, কোমাতিরেড্ডি ভেঙ্কট রেড্ডি এবং ডি. শ্রীধর বাবু।

আরও যাঁরা মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তাঁরা হলেন-পঙ্গুলেতি শ্রীনিবাস রেড্ডি, পোনম প্রভাকর, সুরেখা কোন্ডা, অনসূয়া সীতাক্কা, তুম্মলা নাগেশ্বর রাও এবং জুপেলি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় জয়ীরা সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা, গৃহীত

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) ।। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এবং কেন্দ্রীয় জলশক্তি প্রতিমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। তাঁরা গতকালই লোকসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদে স্পিকার এই ঘোষণা করেন। মধ্যপ্রদেশের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে এই দুই নেতা জয়ী হয়েছেন।

এছাড়া আরও সাতজন বিজেপি সাংসদ লোকসভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁদের পদত্যাগপত্রও গৃহীত হয়েছে। তারা হলেন রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ সিং, রিতি পাঠক, কর্নেল রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, দিয়া কুমারী, অরুণ সাও এবং গোমতি সাই। এই সাংসদরাও বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।

ঘর থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৭ ডিসেম্বর।। নিজ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে পঞ্চাশ উর্ধ এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম বিকাশ সরকার(৫০)। তার বাড়ী কৈলাসহর পশ্চিম গোবিন্দপুর ১০ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জানিয়েছেন, বিগত এক সপ্তাহ ধরে বিকাশ সরকার আকণ্ঠ মদ্যপান করে এসে বাড়িতে অকারণে তাণ্ডব চালায়। পাশাপাশি ঘরের উনুন জ্বালাতে দিত না। যার ফলে ওদের খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। আজ সকাল বেলা কল্পনা সরকার ভাত রান্না করতে গেলে বিকাশ সরকার রান্না করতে বাধা দেয়তার স্ত্রীকে। এমন কি রান্না ঘর থেকে বিকাশ সরকার তার স্ত্রীকে বের করে দিয়ে রান্না ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

তার স্ত্রী কিছু সময় পরে রান্না ঘরের দরজা বন্ধ দেখে সন্দেহ জাগলে তিনি দরজা খুলে দেখতে পান যে উনার স্বামী ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এরপর তিনি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয়রা এসে ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়। তবে বিকাশ সরকার কেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিল তা এখনো জানা যায়নি।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাশহর থানার বিশাল পুলিশ ও টি এসআর বাহিনী। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল কারন জানা যাবে।

অভিমানী প্রেমিকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ ডিসেম্বর।। প্রেমিকার ভাইয়ের হাতে মার খেয়ে বিষ পানে আত্মহত্যা করেছে সতের বছর বয়সের এক নাবালক। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। পর্বতী সময়ে থানায় মামলা দায়ের করে সুষ্ঠ বিচারের দাবি জানিয়েছেন পুত্রহারা পিতা। খোয়াইয়ের বাসিন্দা মৃতের পিতা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ছেলে সায়ন ভদ্রের সাথে জনৈক নাবালিকার ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কোনো এক বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রেমিকার ভাইয়ের হাতে নিগৃহীত হয়েছিল সায়ন বলে অভিযোগ। এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, গতকাল ভোর রাতে সায়ন তাঁর বাবাকে পেট ব্যথা হচ্ছে বলে জানায়। সাথে সাথে তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাকে খোয়াই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখন সে তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছেন সে বিষ পান করেছেন। সেখানকার হ্যাপাতালের কতর্ব্যরত চিকিৎসক তাকে জিবি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সন্ত্রাসে নিহত পরিবারের ১৫ জনকে সরকারি চাকরি ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ৯ মার্চ ২০১৮ সালের আগে রাজনৈতিক সাসে মারা গেছেন এমন পরিবারের কল্যাণে রাজ্য সরকারের গৃহীত প্রকল্প অনুসারে এখন পর্যন্ত ১৫ জনকে সরকারি চাকরি দেওয়া হয়েছে। আজ মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমী রতনলাল নাথ এ সংবাদ জানান। কৃষিমী জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ২০২০ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত নেয় যে ২০১৮ সালের মার্চের আগে রাজনৈতিকভাবে খুন হয়েছেন এমন পরিবারের পাশে দাঁড়াবে। সেই পরিবারে একটি করে সরকারি চাকরি প্রদানেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি টিনি কমিটি গঠন করা হয়। এই টিনি কমিটি তদন্ত করে সুপারিশ করার পর চাকরি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত ২৬টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে। এরমধ্যে টিনি কমিটি তদন্ত সাপেক্ষে ১৫ জনের নাম সুপারিশ করেছে। যাদের পরিবর্তিতে চাকরি দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৪ জন টিনি কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। বর্তমানে এই কমিটির চেয়ারম্যান

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভার ফলাফলে হতাশ

প্রিয়াঙ্কাকে সামনে রেখে কর্মীদের মনোবল বাড়াতে মাঠে প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / ধর্মনগরস, ৭ ডিসেম্বর।। এ মাসের মাঝামাঝি সময়েই রাজ্যে আসতে পারেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যেই সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী রাজ্য সফর করবেন। দলীয় সূত্রে বলা হয়েছে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সফরের সময়সূচী এখনো চূড়ান্ত না হলেও ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই তিনি রাজ্য সফর করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সফর কালে বড় ধরনের জমায়েত করা লক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কংগ্রেসের শাখা সংগঠনগুলির সঙ্গে বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন। দলীয় সূত্রে জানা যায় লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী কিছুদিনের মধ্যে রাজ্যে আসছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। বিভ্রান্তির কোন জায়গা নেই। দিনক্ষণ ঠিক হলে রাজ্যবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হবে। কোন কোন মহল থেকে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং রাহুল গান্ধী সহসাই রাজ্যে আসবেন।

বৃহস্পতিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মীদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে এই কথা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। তিনি আরও জানান প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সফরকে ঘিরে বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক বৈঠক শুরু করে দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার ধর্মনগর এবং ঊনকোটি জেলা সফরে গিয়েছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। অপরদিকে দক্ষিণ জেলা সফরে গিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মনিন্দ্র রিয়াং সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃত্ব।

অন্যদিকে, পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে তিনটিতে বিজেপির বিশাল জয় এবং বিরোধী কংগ্রেস যারা এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে ছিল তাদের হতাশা ভাব কাটাতে ধর্মনগরে এক ঝটিকা সফরে আসলেন রাজ্যের কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। ধর্মনগর সার্কিট হাউসে সুদীপ রায় বর্মন কংগ্রেস কর্মকর্তাদের নিয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠকে মিলিত হন। উপস্থিত ছিলেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে ছিনতাই কান্ড

এক অভিযুক্তকে হাত-পা বেঁধে পুলিশের কাছে দিল এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ডিসেম্বর।। বিশালগড় বাইপাস এলাকায় প্রতিনিয়তই ছিনতাই এর ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। রাতে বাইপাস রোডে যাতায়াত করা রীতিমতো আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশালগড় বাইপাসে ছিনতাই -এর ঘটনায় পুলিশ সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসে মিথ্যা মামলায় ফাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ তুলে সোচ্চার হল এলাকাবাসী।

বিদ্যুৎ সরকার নামে এক অভিযুক্তের হাত পা বেঁধে গাড়িতে করে থানায় নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেয় এলাকাবাসীরা। শুভঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিশালগড় থানা ঘেরাও করলো এলাকাবাসী। গুরুতর অভিযোগ উঠে এসেছে এলাকাবাসীর বক্তব্যে। তাদের দাবি বেশ কয়েক মাস ধরেই বিশালগড় বাইপাসে চুরি, ছিনতাই -এর ঘটনা বাড়ছে। যাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে মামলা জমা দেওয়া হচ্ছে তাদের না ধরে পুলিশ এলাকার এক নেশা সেবনকারীকে থানায় এনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

তাই এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে অভিযুক্ত বিদ্যুৎ সরকারকে আটক করে হাত-পা বেঁধে গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে এসে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সাধারণ মানুষের আরো অভিযোগ পুলিশ বাইপাসে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। গত কয়েকদিন আগে বিশালগড় বাইপাসে একাধিক ছিনতাইয়ের ঘটনা সংঘটিত হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বিদ্যুৎ সরকার জড়িত। বিদ্যুৎ সরকার সহ তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করতে চাইছে না।

অভিযুক্তরা বিশালগড় বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘোরাফেরা করছে। তারা পুনরায় এ ধরনের ছিনতাই -এর মতো ঘটনা সংঘটিত করার জন্য পরিকল্পনা সাজাচ্ছে বলে মনে করছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বলরাম সাহা খুনে মূল অভিযুক্ত পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ভুবনবন এলাকায় বলরাম সাহার মৃতদেহ গত ২৬ নভেম্বর উদ্ধার হয়েছিল। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রামনগর থানায় খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

পুলিশী তদন্তে হত্যা কান্ডের সাথে জড়িত এক ব্যক্তির নাম উঠে আসে। পুলিশ ওই অভিযুক্তকে আটক করেছে বলে জানিয়েছেন রামনগর থানার ওসি রাকেশ বৈদ্য। তাঁকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, গত ২৬ নভেম্বর পশ্চিম ভুবনবন এলাকায় নালায় রক্তাক্ত অবস্থায় বলরাম সাহা নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। তিনি পেশায় গাড়ি চালক ছিলেন। মৃতদেহের মাথায় ও শরীরে বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। মৃতের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ৬৩ ◘৮ ডিসেম্বর ২০২৩ইং◘ ২১ অগ্রহায়ণ ◘ শুক্রবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

লিভ ইন সম্পর্কে ব্যভিচার বাড়িতেছে

লিভ ইন সম্পর্কে বৈধতা দেওয়ার ফলশ্রুতিতে দেশে ব্যভিচার মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সনাতন সমাজব্যবস্থায় এটি ভয়ংকর প্রবণতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইনি সংস্থানের দোহাই দিয়া অনেকেই এই ধরনের কাজ কর্মে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হইতেছেন। সমাজ ব্যবস্থায় এর ভয়ংকর প্রভাব পড়িতেছে। বহু সোনার সংসার ভাংগিয়া চোরমার হইয়া যাইতেছে। দেশের আইনে লিভ ইন সম্পর্কে বৈধতা দেওয়া হইলেও ইহা পুনর বিবেচনা করা জড়িয়ে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। একই সাথে লাভ মেরেজ সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিতেছে।

লিভ ইন সম্পর্কের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের কথা বলিলেন হরিয়ানার বিজেপি সাংসদ ধরমবির সিং। লোকসভায় লিভ ইনকে তিনি ”ভয়ঙ্কর অসুখ”- এর সঙ্গে তুলনা করেন। ”লিভ ইন সম্পর্ক আসলে ভীষণ খারাপ রকমের একটা রোগ। অবিলম্ব সমাজ থেকে নির্মূল করা দরকার। শুধু লিভ ইন সম্পর্কই নয়, প্রেমের বিয়েতে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি। বর, কনের বাবা-মায়ের মত থাকা উচিত তাঁহাদের ছেলের-মেয়ের কোনও প্রেমের সম্পর্কে জড়াইয়া থাকিলে।ভারতীয় সংস্কৃতি ”বসুধৈব কুটুম্বকম” (বিশ্ব একটি পরিবার) এবং ভ্রাতৃত্বের দর্শনের জন্য পরিচিত। আমাদের সামাজিক কাঠামো বিশ্বের অন্যদের থেকে আলাদা। বৈচিত্র্যের মধ্যে আমাদের ঐক্য দেখে সমগ্র বিশ্ব মুগ্ধ।” বহুকাল ধরিয়াই দেখাশোনা করিয়া বিয়ে দেওয়ার রীতি ভারতে রহিয়াছে। এখনও বহু পরিবার, বাবা-মায়েরা তাঁদের সন্তানদের দেখাশোনা করিয়া বিয়ে দিতেই পছন্দ করে। তবে আজকাল দেখাশোনা করিয়া বিয়ে হইলেও দুই পক্ষেরই সামাজিক এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ এবং পছন্দের পাশাপাশি পারিবারিক রীতিনীতিকেও মান্যতা দেওয়া হয়। ”বিয়ে একটি পবিত্র সম্পর্ক, সাত জন্মের বন্ধন। ভারতে বিবাহ বিচ্ছেদের হার প্রায় ১.১ শতাংশ। অন্যদিকে আমেরিকায় বিবাহ বিচ্ছেদের হার ৪০ শতাংশ। এটি লক্ষ্যণীয়, দেখাশোনা করে বিয়েতে বিবাহবিচ্ছেদের হার কম। সম্প্রতি বাড়িয়াছে বিবাহ বিচ্ছেদের হার। এর প্রধান কারণ হইল প্রেমের বিয়ে। লাভ ম্যারেজে বিচ্ছেদের হার বেশি। তাই এমন একটা নিয়ম চালু করা হোক, যেখানে লাভ ম্যারেজের সময় ছেলে—মেয়ে দু”জনেরই পিতা, মাতার সম্মতি বাধ্যতামূলকভাবে নেওয়া হইবে। অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া বিবাহ করা যাইবে না। লাভ ম্যারেজে গোত্রের তোয়াক্কা করা হয় না, যাহার জেরে গ্রামে দ্বন্দ্ব হয়, আর তাহার ফল ভুগিতে হয় পরিবারগুলিকে। সম্প্রতি দেশে লিভ ইন প্রবণতা বাড়িয়াছে। এটা একটা ভয়ঙ্কর অসুখের মত। এর ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়ছে সমাজে। এই ধরনের সম্পর্কগুলো আসিয়াছে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে। বর্তমানে ভারতীয় সমাজেও ঢুকে পড়িতেছে লিভ ইন সম্পর্কের জাল। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। উলেখ্য, আফতাব পুনাওয়ালা শ্রদ্ধার লিভ ইন পার্টনার ছিল। এরপর আফতাব শ্রদ্ধাকে খুন করিয়া কয়েক টুকরো করিয়া ফেলে তাঁহার দেহ। ”লিভ ইন সম্পর্কে শুধু আমাদের সংস্কৃতিই নষ্ট হইতেছে না, সমাজে খারাপ মনোভাব ও ঘৃণাও ছড়াইয়া পড়িতেছে। এভাবে চলিতে থাকিলে আমাদের সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটিবে। আমাদের সঙ্গে অন্যদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিবে না। লিভ-ইন সম্পর্কের বিরুদ্ধে একটি আইন করা হোক যাহাতে এই বিপজ্জনক রোগটি সমাজ থেকে নির্মূল করা যায়।

প্রেমিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু, গ্রেফতার ‘পুষ্পা’ছবির অভিনেতা জগদীশ ভাণ্ডারি

হায়দরাবাদ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রেমিকার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বিপাকে পড়লেন ‘পুষ্পা’ ছবির অভিনেতা জগদীশ ভাণ্ডারি। খবর অনুযায়ী, জগদীশকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রেমিকাকে নানা কারণে হেনস্তা করতেন জগদিশ। সেই কারণেই নাকি জগদীশের প্রেমিকা নিজেকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেন। জগদীশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন প্রেমিকার বাবা।

জানা গেছে, জগদীশ ও তাঁর প্রেমিকা বহুদিন ধরেই লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন। পরিবার থেকে দূরে গিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটেই থাকতেন তাঁরা। সেই বাড়ি থেকেই মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জগদীশের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেমিকাকে রোজ অপদস্থ করতেন অভিনেতা জগদীশ। প্রেমিকার বাবার দাবি, অভিনেতার অত্যাচারেই নিজেকে শেষ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয় তাঁর মেয়ে। হেনস্তা, অত্যাচার, মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে পারেনি তাঁর মেয়ে। আর সেই কারণেই এই পরিণতি। হায়দরাবাদ পুলিশের কাছে এই অভিযোগ দায়ের করেন প্রেমিকার বাবা।

মেয়েটির বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে হায়দরাবাদের পুলিশ তদন্ত শুরু করে। জগদীশের মৃত প্রেমিকার ফোন ঘেঁটে অভিনেতার বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রমাণও পেয়েছে পুলিশ। হাতে পাওয়া প্রমাণের ভিত্তিতে বুধবার, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারায় অভিনেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে জগদীশ কিংবা তাঁর পরিবারের তরফে এ প্রসঙ্গে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি এখনও।

আল্লু অর্জুনের পাশাপাশি ‘পুষ্পা’ ছবিতে অভিনয় করে নজর কেড়েছিলেন জগদীশ। তার পরই বহু ছবির অফার আসে তাঁর কাছে। সূত্রের খবর, পুলিশের গ্রেফতার হওয়ার পর কাজ পাওয়া নিয়ে সমস্যায় ভুগতে পারেন অভিনেতা এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

বিদ্বেষমূলক হামলার শিকার ভারতীয়রা ! কানাডায় সিনেমা চলাকালীন একের পর এক হলে ঢুকে ‘অজানা স্প্রে’

টরন্টো, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : কানাডায় বিদ্বেষমূলক হামলার শিকার ভারতীয়রা ! চলতি সপ্তাহের শুরুতে গ্রেটার টরন্টোর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় হিন্দি সিনেমা দেখতে যাওয়া দর্শকদের উপর রহস্যজনক হামলার খবর পাওয়া গিয়েছে। সিনেমা চলাকালীন হলের মধ্যে ঢুকে পড়ে মুখোশধারী কয়েকজন দর্শকদের লক্ষ্য করে একটি অজানা পদার্থ স্প্রে করে তারা। কেউ গুরুতর অসুস্থ না হলেও, হামলার শিকার অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে চিকিতার জন্য। কে বা কারা ওই হামলা চালিয়েছে এবং তারা কী স্প্রে করেছিল, এই প্রশ্নগুলির জবাব এখনও পাওয়া যায়নি। তবে এই ঘটনাকে বিদ্বেষমূলক হামলা বলে প্রকারান্তরে মেনে নিচ্ছে কানাডার পুলিশ।

ইয়র্ক অঞ্চলের পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ভন এলাকার একটি সিনেমা হলে এমন একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। হলের মধ্যে মুখোশ পরা দুই ব্যক্তি ঢুকে পড়ে, একটি অজানা পদার্থ বাতাসে স্প্রে করে। স্পে করা পদার্থটি বাতাসে ছড়িয়ে পড়তেই দর্শকদের চোখ জ্বালা শুরু হয়েছিল। সেই সঙ্গে সিনেমা দর্শকদের মধ্যে বেশ কয়কজন কাশতে শুরু করেন। প্রায় ২০০ মানুষ ওই হলে ছিলেন। একটি হিন্দি সিনেমা দেখান হচ্ছিল। এরপর, হল খালি করে ওই পদার্থের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের চিকিতা জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশেও। তবে, পুলিশ আসার আগেই হামলাকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, হামলাকারীদের কেউই শ্বেতাঙ্গ নয়। প্রথমজনের গায়ের রঙ বেশ কালো, দ্বিতীয়জনের গায়ের রঙ বাদামী বলা যেতে পারে। তবে শুধু ইয়র্ক অঞ্চলেই নয়, চলতি সপ্তাহে পিল এবং টরন্টো এলাকাতেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। পিল পুলিশ জানিয়েছে, ব্রাম্পটনের একটি প্রেক্ষাগৃহে একইভাবে কোনও অজানা পদার্থ স্প্রে করেছিল হামলাকারীরা।

নতুন ধরনের ছাপাখানা

ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যস্থলের তালিকায় যুক্ত হয়েছে শান্তিনিকেতন। এই ঐতিহ্যের কেন্দ্রে কী আছে তা নিয়ে নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু ইউনেস্কোর পরিচিতি অনুযায়ী, শান্তিনিকেতন ছিল একটি আবাসিক বিদ্যালয় ও কলাকেন্দ্র যার ভিত্তি প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সীমানা পেরোনো মানব-ঐক্য।

মুদ্রণ ও গ্রন্থসংস্কৃতির আঞ্চলিক সীমানাও পেরোতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই চেষ্টার পরিচয় নিয়ে শতবর্ষে পা দিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরে-পরেই তার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় এ দুইয়ের যে একটা সংযোগ ছিল তা বোঝা যায় ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২২, গ্রন্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস আগে ইলাহাবাদে ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস-এর স্বত্বাধিকারী চিন্তামণি ঘোষকে লেখা চিঠিতে, “শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানটিকে যথাবিধি সর্বসাধারণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লইয়াছি। এক্ষণে এই অধিকারের হস্তান্তর উপলক্ষ্যে আমার গ্রন্থপ্রকাশের কোনো একটি সন্তোষজনক ব্যবস্থা হইতে পারিলে আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।” এর একটা উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ। বছর দশেক আগেই নোবেল পেয়েছেন তিনি। ১৮৭৮-এ যে তরুণ কবির প্রথম বই কবি-কাহিনী প্রকাশিত হয়, তিনি মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না। জীবনস্মৃতি সাক্ষী, “শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা সুদীর্ঘকাল দোকানের শেল্ফএবং তাঁহার চিত্তকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।” সেই তরুণ কবি ১৯২০-র দশকে রীতিমতো বেস্টসেলার।

কিন্তু নিজের বহু বিক্রীত বই বিশ্বভারতী থেকে ছাপিয়ে লাভের অর্থ বিশ্বভারতীর স্বার্থেই খরচ করা, প্রকাশনায় তাঁর উদ্যোগ কেবল এ কারণে ছিল না। গ্রন্থনবিভাগ সূচনারও আগে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তিনিকেতন প্রেস। যে ছোট্ট ছাপার যন্ত্র দিয়ে তার সূচনা, শান্তিনিকেতনের ছেলেদের তা উপহার দেন আমেরিকার নেব্রাস্কার লিঙ্কন শহরবাসী। ৮ জানুয়ারি ১৯১৭ স্কুলের অর্থসংগ্রহের জন্য রবীন্দ্রনাথ সেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে দিনই উপহার পেলেন ‘২দ্য লিংকন প্রেস”, গায়ে ধাতুর পাতে খোদাই করা, “প্রেজেন্টেড টু দ্য বয়েজ অব শান্তিনিকেতন”। কোন শান্তিনিকেতন? মাস তিনেক আগে, ১১ অক্টোবর ১৯১৬ রথীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে যে শান্তিনিকেতন ঘিরে তাঁর সঙ্কল্পের কথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, “শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হবে... সর্বমানবের প্রথম জয়ধ্বজা ঐখানে রোপণ হবে।” রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তত দিনে প্রতিষ্ঠা করেছেন ইন্ডিয়ান প্রেস। ১৯০৮ থেকে ১৯২৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের সূচনাবর্ষটি পর্যন্ত ওই প্রেসই রবীন্দ্রনাথের বইয়ের মুখ্য প্রকাশক। বোলপুরের প্রান্তরে কবির যে ছাপাখানার সূচনা হয় তার নামে শান্তিনিকেতন রইল, পাশে অবলীলায় বসল ইংরেজি “প্রেস” শব্দটি। পরে এই ছাপাখানাতেই “বিশ্বগ্রন্থপ্রকাশের ব্যবস্থা” করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বগ্রন্থ মানে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা, যার পরিকল্পনা বিদ্যার বিশ্বব্যাপী ধারার সঙ্গে বাঙালির প্রাথমিক পরিচয় ঘটানোর লক্ষ্যে।

বৃহত্তর প্রাচ্যের নিজস্ব আধুনিকতার যে বৈশিষ্ট্যে আজ শান্তিনিকেতন আবহমান ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত, তার এক প্রান্তসীমায় শান্তিনিকেতন প্রেস ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগও কি নেই? ঘরে বাইরে-র নিখিলেশ চেষ্টা করেছিল স্বদেশকে তার নিজস্ব স্বনির্ভর অর্থনীতিতে প্রতিষ্ঠার। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের এক সাঁওতাল ছাত্রকে বই বাঁধাইয়ের কাজ শিখতে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়। সুরেন্দ্রনাথ কর লন্ডনের “কাউন্টি কাউন্সিল স্কুল অব এনগ্রেভিং অ্যান্ড লিথোগ্রাফি”তে লিথোগ্রাফি ও বই বাঁধাইয়ের কাজ শিখে এসে তা শেখালেন কলাভবনের ছাত্র বীরভদ্র রাও ও বিশ্বভারতীর কর্মী শোকলা সাঁওতালকে। নইলে যে পরিপূর্ণতা পায় না তাঁর বিদ্যালয়ের আদর্শ, “এই বিদ্যালয়... ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।”

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঔপনিবেশিক ধারণার উল্টো দিকে হেঁটে রবীন্দ্রনাথ যেমন তৈরি করতে চেয়েছিলেন বিশ্বভারতী, তেমনই “ইউনিভার্সিটি প্রেস”-এর কেমব্রিজ অক্সফোর্ড প্রিন্সটন হার্ভার্ড-এর আদর্শের পাশ কাটিয়ে তৈরি করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। এই প্রকাশনার প্রথম বই বসন্ত, একটি নাটক। তাঁর অমল পণ্ডিত হতে চায়নি, তাঁর প্রকাশনাও গবেষণাগ্রন্থ দিয়ে যাত্রা শুরু করল না। তাঁর ছাপাখানাও শুরু করেছিল গানের বই গীত-পঞ্চাশিকা দিয়ে। শান্তিনিকেতন যে পাঁচিলহীন ভাবনার খোলা মাঠের খেলা!

গ্রন্থনবিভাগের বইপত্রেও তা-ই। প্রচ্ছদে খোলা জায়গা, খোয়াইয়ের প্রান্তরের রঙে। সেই উদার প্রান্তরে লেখকেরই হাতের লেখার ছাঁদে নিরাসক্ত সংযমে নামাঙ্কন: “মলাটে সাদা অক্ষরে বীথিকা যেন লেখা থাকে, আমি অলঙ্কৃত করে দেবো না।” আবার, লেখকের প্রাণের সঙ্গে পাঠকের প্রাণকে একতানে মেলাতেই হয়তো জার্মানির প্রযুক্তি ব্যবহার লেখন-এ, হাতের লেখায় বই ছাপানোর জন্য। সে বই আমাদের প্রাচীন পুঁথি-সংস্কৃতিকে মনে পড়ায়। রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে বদলে দিয়েছিলেন বাংলা প্রকাশনার গতিপথ, স্বাজাতিক সঙ্কীর্ণতা পেরিয়ে গ্রন্থ-সংস্কৃতির সর্বজাতিক মনুষ্যত্ব চর্চার পথে।

দৈত্য কি বোতলবন্দি হবে

কতখানি হইচই পড়েছে, সেই মাপকাঠিতে যদি কোনও জিনিসের গুরুত্ব বিচার করতে হয়, তা হলে বলতেই হবে, এই মুহূর্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-নির্ভর “ডিপফেক”-এর গুরুত্ব অপরিসীম। পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন বেশ কিছু নেতার ডিপফেক বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি নকল ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ল; স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করলেন; কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বৈঠকে বসলেন সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলির কর্তাদের সঙ্গে।

কিছু দিন আগে ছড়িয়েছিল অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দানা কিংবা কাজলের “ডিপফেক” ভিডিয়ো। ডিপফেক নিয়ে নেতাদের এমন উদ্বেগের কারণ, বস্তুটি ক্রমেই হয়ে উঠছে রাজনৈতিক ব্রহ্মাস্ত্র।

শুরু হয়েছিল আগেই। ২০২০-র দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে ছড়িয়ে পড়েছিল অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে নিয়ে তৈরি একটি ভিডিয়ো। এমআইটি-র প্রযুক্তিবিদরা পরীক্ষা করে জানিয়েছিলেন, সেটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তৈরি “ডিপফেক”। প্রযুক্তি আরও এগোয়। দ্রুত লয়ে। এখন বাবুরাম সাপুড়েদের ঝোলা থেকে উঁকি মারছে যে সব “ডিপফেক” ছবি, অডিয়ো বা ভিডিয়ো, সেগুলো আরও বেশি “জ্যান্ত”। তাতে বিষের পরিমাণও বেশি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যখন দখল নিচ্ছে আমাদের জীবন ও যাপনের প্রতিটা স্পন্দনের, নির্বাচনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তার অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবীই ছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর হল স্লোভাকিয়ার নির্বাচন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-প্রভাবিত ভোটের ইতিহাসে যা এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। নির্বাচনের ঠিক দু’দিন আগে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ল একটা অডিয়ো ক্লিপ, যাতে কথা বলছেন উদারপন্থী প্রোগ্রেসিভ স্লোভাকিয়া পার্টির শীর্ষনেতা এবং এক নামজাদা সাংবাদিক। আলোচনার বিষয়বস্তু: কী ভাবে কারচুপি করা যায় নির্বাচনে। দু’জনই দাবি করলেন, অডিয়ো ক্লিপটা নকল। পরীক্ষাতেও তা প্রমাণিত হল। হাড্ডাহাড্ডি ভোটের লড়াইয়ে কিন্তু হেরে গেল প্রোগ্রেসিভ স্লোভাকিয়া পার্টি।

রাজনীতিতে মিথ্যার বিস্তার নতুন কিছু নয়। আজ যখন ডিপফেকের দুনিয়ায় সত্যি আর মিথ্যার সীমারেখা ক্রমশ ধূসর এবং বিস্তৃত হচ্ছে, কৃত্রিম ভিডিয়ো, ছবি কিংবা অডিয়ো দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়ে পড়েছে আগের পদ্ধতিগুলোর চেয়ে অনেক বেশি সহজ। ২০২৪-এ দুনিয়া জুড়ে রয়েছে একগুচ্ছ অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। আমেরিকায়, ব্রিটেনে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে, মেক্সিকোতে, দক্ষিণ আফ্রিকায়। রয়েছে আমাদের লোকসভার ভোটও। এই পটভূমিতে স্লোভাকিয়ার নির্বাচন যেন ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশেষ করে ডিপফেক প্রযুক্তির এক “পরীক্ষা ক্ষেত্র”। তার প্রয়োগের কার্য-প্রকরণ ও সুবিধা-অসুবিধা বুঝবার জন্য, ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার জন্য। নভেম্বরে ছিল আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনও হল একেবারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চৌহদ্দিতে। দুই প্রার্থী এবং তাঁদের প্রচার-দল আর সমর্থকরা যথেচ্ছ প্রয়োগ করলেন এআই প্রযুক্তি। বানিয়ে-তোলা ছবি আর ভিডিয়োতে ছয়লাপ ভোটের প্রেক্ষাপট। আর্জেন্টিনার এই ভোটকে নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেছে দুনিয়ার “প্রথম এআই নির্বাচন”। বলেছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা বাড়ছে, তা সস্তাও হচ্ছে ক্রমে। ফলে দুনিয়ার বহু গণতান্ত্রিক নির্বাচনেই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে চলেছে এআই। যা বদলে দিতে পারে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি।

ভারতেও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব পড়বেই। কিন্তু, এই প্রথম ভারতে কোনও নির্বাচন হবে প্রযুক্তি-প্রভাবিত, তেমন কথা বলার প্রশ্নই নেই। গত তিন দশকের প্রায় প্রতিটা নির্বাচনেই ভারতের ভোটকৌশল সংজ্ঞায়িত হয়ে চলেছে নতুন ভাবে। ১৯৯০-এর দশকে বিপুল ভাবে ফোন-কলের প্রয়োগ থেকে ২০১৪ সালে হলোগ্রাম ব্যবহার সবই নতুন প্রযুক্তি-নির্ভর ছিল। ২০১৪-র নির্বাচন ভেসে গেল সোশ্যাল মিডিয়ার দাপটে, যার হাতিয়ার ছিল মূলত ফেসবুক আর টুইটার। ২০১৯-এর নির্বাচনে প্রধান অস্ত্র ছিল হোয়াটসঅ্যাপ। এ সবের মধ্য দিয়ে মিথ্যা খবর, ছবি বা ভিডিয়োও ছড়িয়েছে। আজ যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভাসিয়ে দিচ্ছে দুনিয়াকে, ভারতের লোকসভা নির্বাচনেও তার প্রভাব পড়বে। ২০২৪-এর আমেরিকার নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই বাইডেন, হিলারি ক্লিনটন, কমলা হ্যারিস কিংবা ট্রাম্পের নকল ভিডিয়োতে ছয়লাপ সে দেশের সমাজ। কিন্তু এ সবই কি ভোটের নির্ণায়ক? ভোটের বাজারে এ সবের প্রভাব ঠিক কতটা? কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুনিয়ায় শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ নিনা শিক ২০২০-তে লিখেছিলেন তাঁর বই ডিপফেকস: দ্য কামিং ইনফোক্যালিপ্স। বাইবেল বর্ণিত অ্যাপোক্যালিপ্স- এর নতুন রূপ, যেখানে অন্তিম প্রলয়ের পিছনে রয়েছে ইনফর্মেশন বা তথ্য। শিক বলেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় তথ্য ও যোগাযোগ বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে “ডিপফেক”। শিগগিরই অসম্ভব হয়ে পড়বে আসল-নকল আলাদা করা। ডিপফেক শুধু গণতন্ত্রের জন্যই বিপজ্জনক নয়, তা ভোটার-নিয়ন্ত্রণের কৌশলকে এক অভূতপূর্ব নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। পরবর্তী তিন বছরে ফুলে-ফেঁপে উঠে ডিপফেক আজ ত্রস্ত করেছে সভ্যতাকে। উল্টেপাল্টে দিতে চলেছে দেশে দেশে নির্বাচন- ব্যবস্থাকে। ডিপফেক প্রযুক্তি আজ অনায়াসলব্ধ, সস্তা এবং তার প্রয়োগও সহজ। অপেশাদাররাও সহজে বানিয়ে ফেলছেন ডিপফেক। পেশাদারি সাহায্যও নাকি পাওয়া যায় নামমাত্র মূল্যে। ভোটের বাজারে প্রায় সবার হাতের নাগালেই তাই আজ এক শক্তিশালী অস্ত্র। এমনকি প্রার্থীর বা তাঁর প্রচার দলের অজ্ঞাতেও উতাহী সমর্থকরা ছড়িয়ে দিতে পারেন ডিপফেক। মনে পড়তে পারে, মাস কয়েক আগে বিশ্ব জুড়ে ভাইরাল হয় “মিডজার্নি” নামের জেনারেটিভ এআই-এর সাহায্যে তৈরি কিছু ছবি, যার একটায় টেনে-হিঁচড়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। আচ্ছা, ঠিক কী হতে পারে কোনও দেশের গুরুত্বপূর্ণ কোনও নির্বাচনের প্রেক্ষিতে প্রধান কোনও নেতার এমন “ডিপফেক” ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে? ডিপফেকের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনার নিরিখে ভারত নাকি এমনিতেই বেশ নড়বড়ে। সরকারও তাই স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন। সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থাগুলির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব দিচ্ছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি ছবি বা ভিডিয়োতে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি যোগ করার ব্যবস্থা হোক, যাতে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন যে, ভিডিয়োটা জাল। আন্তর্জালের দুনিয়ায় কড়া নজরদারি চালিয়ে আলাদিনের দৈত্যকে খানিক অনুশাসনে রাখা হয়তো সম্ভব, কিন্তু তাকে কি ফের সম্পূর্ণ বোতল-বন্দি করা যাবে? প্রযুক্তি উন্নততর হবে, আরও কঠিন হতে থাকবে কোনও অডিয়ো বা ভিডিয়োকে “ডিপফেক” হিসাবে চেনা। সেই সঙ্গে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সংবেদনশীল কোনও ছবি, অডিয়ো বা ভিডিয়ো ক্লিপ তো কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছবে চোখের পলকে। স্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক ভোটের মতো, নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে কোনও “ডিপফেক” পোস্ট করা হলে তা ঠিক ভাবে চিহ্নিত করে সরিয়ে দেওয়ার আগেই তো হতে পারে লঙ্কাকাণ্ড।

ডিপফেক কতটা প্রভাবিত করতে পারে কোনও নির্বাচনকে, সে বিষয়ে আলোচনাও অনেকটাই অনুমান-নির্ভর। যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ ডিপফেক অডিয়ো বা ভিডিয়ো দেখেই প্রভাবিত হয়ে ভোট না-ও দিতে পারেন। এমন হতেই পারে যে, এই ভিডিয়োয় যাঁরা প্রভাবিত হবেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো সংশ্লিষ্ট দলের প্রতি ঝুঁকেই ছিলেন। আবার প্রযুক্তি সবার করায়ত্ত হলে ভোটের বাজারে প্রায় সব দল বা প্রার্থীর পক্ষেই ডিপফেক ছড়ানো হতে থাকবে। আর্জেন্টিনায় তো তেমনটাই হয়েছে। ডিপফেকই সে ক্ষেত্রে জয়-পরাজয়ের নির্ধারক, এমনটাও বলা কঠিন। এমনটাও হতে পারে যে, সর্ব ক্ষণ মিথ্যা ভিডিয়ো আর ছবি দেখতে দেখতে মানুষের মনেই খানিক সংশয় জন্মাবে ফোনে কোনও ভিডিয়ো এলেই তাকে বিশ্বাস করবেন না। নির্বাচনে ডিপফেকের প্রভাব ঠিক কতটা, এমন সোজাসাপটা বিষয়েও সমীক্ষা-নির্ভর তথ্যসমৃদ্ধ কোনও বিশ্লেষণ কিন্তু চোখে পড়েনি। সমাজ-পরিসরে এবং রাজনৈতিক পটভূমিতে এআই কিংবা ডিপফেকের প্রভাব অনুধাবনে এ ধরনের গবেষণা কিন্তু খুবই জরুরি।

স্মৃতিকথা থেকে সাহিত্যে আজও অমলিন নকশি কাঁথা

পল্লিকবি জসীমউদ্দিনের “নক্সীকাঁথার মাঠ” কবিতায় নিরুদ্দিষ্ট রূপাইয়ের উদ্দেশ্যে সাজু তার মা-কে বলে, তার মরণের পরে, কবরের উপরে যেন তার নকশি কাঁথাখানা বিছিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি কোনও দিন রূপাই ফিরে আসে, তাকে যেন বলা হয়, তোমার আশায় সাজু ওই কবরের নীচে অপেক্ষা করে আছে। সাজুর মৃত্যুর বহু দিন পর গ্রামবাসীরা এক দিন দেখতে পায়, নকশি কাঁথায় ঢাকা দেওয়া কবরের পাশে রূপাইয়ের মৃতদেহ পড়ে আছে। প্রতীক্ষা ও যত্নের মিশেলে বোনা নকশি কাঁথাটির ছবিও যেন ভেসে ওঠে আমাদের মানসচক্ষে।

বাংলার নিজস্ব শিল্পসম্পদ এই কাঁথাশিল্প। অঞ্চল ভেদে কাঁথাকে কখনও “খেতা”, কখনও বা “কেন্থা” অথবা “সুজনি” নামেও ডাকা হয়। মানুষের আঁতুড়ঘর থেকে শ্মশানযাত্রা পর্যন্ত কাঁথা মানুষের সঙ্গী। ১৩৮৫ সনে জসীমউদ্দিন “মোহাম্মদী” পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় “পূর্ববঙ্গের নক্সীকাঁথা ও শাড়ি” প্রবন্ধে লিখেছিলেন “কাঁথা তৈরির বড়কা-ফেঁড়, তিরসী-ফেঁড়, বাঁশপাতা-ফেঁড় ইত্যাদি নিয়ে এবং ব্যবহারিক উদ্দেশ্যগত ভাবে কাঁথাকে সাত ভাগে ভাগ করা যায়, যথা, জপমালা বা তসবি রাখার থলি কাঁথা, আয়না-চিরুনি রাখার আরশিলতা কাঁথা, বালিশের বেটন কাঁথা, ফকিরের ভিক্ষার ঝুলি-কাঁথা, সারিন্দা-দোতারা রাখার আবরণী-কাঁথা, কোরআন শরীফ রাখার ঝোলা- কাঁথা এবং গায়ে দেওয়ার কাঁথা।”

“দ্য আর্ট অব কাঁথা” গ্রন্থে গুরুসদয় দত্ত লিখেছিলেন সাত ধরনের কাঁথার কথা, যথাক্রমে আরশিলতা, ওয়ার, বেটন, দুজনি, ঝুলি বা ঝোলা, সুজনি-কাঁথা এবং লেপ-কাঁথা। গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন তার “বৃহত্বঙ্গ” গ্রন্থে লিখেছিলেন কাঁথা, গোলাপ ও বটুয়া নামক তিনটি শ্রেণির কথা। কাঁথা তৈরিতে পুরনো ও অব্যবহৃত বস্ত্রাদি যেমন লুঙ্গি, শাড়ি, ধুরি ইত্যাদি কাপড়কে প্রয়োজনীয় মাপে কেটে নিয়ে পেতে সমান করে কাঁথার “জমি” তৈরি করা হয়। দক্ষিণবঙ্গে একে “জমি” বললেও পূর্ববঙ্গে একে বলা হয় “জমিন”। তার পর শাড়ির পাড়ের সুতো বা কেনা সুতোর চার-পাঁচটি গুটিকে একত্রিত করে পাকিয়ে সেলাই করা হয়। এই কাজে সুচের ফেঁড়কেই মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজে লাগিয়ে কাঁথার “জমি”র চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন নকশা ও প্রতিচ্ছবিকে ফুটিয়ে তোলা হয়। ব্যবহারের ভিত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন নামে কাঁথার প্রচলন আছে। যেমন, “রুমাল” কাঁথা হল সাধারণত এক বর্গফুট আকারের কাঁথা। “সুজনি” কাঁথা বিছানার উপর বিছিয়ে ব্যবহার করা হয়, “লেপ-কাঁথা” ব্যবহৃত হয় গায়ে ঢাকা দেওয়ার কাজে, “ছাপা” ও “খোল” ব্যবহৃত হয় বালিশের আবরণী হিসাবে, “দস্তর” খাবার খাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। তেমনই “আরশিলতা” আয়না চিরুনি রাখতে অতীতে ব্যবহৃত হত, আবার “বটুয়া” ও “বুগইল” ব্যবহার করা হত পান-সুপারি রাখার কাজে। “গাঁটরি” ও “বস্তানি” ব্যবহার করা হয় বই ও তৈজসপত্রকে সযত্নে রাখতে। “আসন” কাঁথা বসার কাজে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত প্রতিটিই নকশি কাঁথার অন্তর্ভুক্ত, অথচ আকার-আকৃতিতে একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নেই। কাঁথা, সুজনি, গাঁটরি আকারে বেশ বড়। লেপ-কাঁথা আকারে বড় ছোট দু’রকমই হয় এবং পুরু ও প্রশস্ত হয়। বটুয়া ও দুর্জনি আকৃতিতে ছোট হয়।

নকশি কাঁথার চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি জসীমউদ্দিন বলেছিলেন, “কাঁথাতে সাধারণত মাছ, পাতা, চাঁদ, তারা, হাতি, ঘোড়া, দেব-দেবীর চিত্র বা বিভিন্ন গ্রাম্য ঘটনাও বুনট করা হয়।” দীনেশচন্দ্র সেন নকশি কাঁথার চিত্রবর্ণনায় পদ্ম, ধানের শিষ, পাতা, ফুল প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়াও রাজা, প্রজা, হাতি, ঘোড়া এবং বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনার উপাখ্যান প্রভৃতির উল্লেখ করেছিলেন। চিত্রের রকমফেরে বিভিন্ন স্থানীয় নামেও কাঁথাকে ডাকা হয়, যেমন খুব ঘন বুননের কাঁথা হলে তাকে “চট-কাঁথা” বলা হয়, ত্রিভুজ নকশা দিয়ে কাঁথার জমি অঙ্কিত হলে তাকে “বিট-কাঁথা” এবং চার চালবিশিষ্ট ঘরের চিত্র ফুটিয়ে তুললে তাকে “চার-চাল কাঁথা” বলা হয়। আবার পায়রা থাকার ঘরের মতো চিত্রিত হলে তাকে বলে “কবতর-খুপি”। তেমনি ঢেউ খেলানো ফেঁড়ের কাঁথার নাম “লহরি-কাঁথা”। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা ও কেতুগ্রাম অঞ্চলে বেশি দেখা যায় “পিঁপড়ে-সার কাঁথা”, এতে নকশাগুলি পিঁপড়ের সারের মতো হয়ে থাকে। গুরুসদয় দত্ত কাঁথার বিবরণ দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছিলেন কাঁথার জমিতে শতদল পদ্ম, শঙ্খলতা এবং কলসলতার চিত্রের কথা। হিন্দু ঐতিহ্য অনুসরণে তিনি শতদল পদ্মচিত্রকে “পদ্মমণ্ডল” বলে উল্লেখ করেছেন। আবার দীনেশচন্দ্র সেন একে “মানস-পদ্ম” বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, কাঁথার মাঝখানে পদ্ম ও তাকে বেষ্টন করে কলসলতা বা কলমিলতার চিত্র ফেঁড় দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং ছোট ফাঁকগুলি ভরাট করতে মাছের ও পাতার চিত্রকে ফুটিয়ে তোলা হয়। কাঁথার ধারগুলিতে শঙ্খলতা, মোচাকৃতি, কলস-লতা প্রভৃতি চিত্রপট দ্বারা সুন্দর করে ফেঁড়ের কাজ করা হয়। কাঁথার জমিতে কলমিলতা নকশা করলে তাতে চার কোণে চারটি মাছ, কখনও ছোট আকারের পাখি এবং পানপাতার অবস্থান দেখা যায়। এ সব কাঁথার বাইরে দিকে থাকে চারটি কলকাচিত্রের সমাহার।

এ ছাড়াও কাঁথার ধারগুলিকে সজ্জিত করতে জ্যামিতিক ছকের প্রয়োগও দেখা যায়। এতে লাল, সাদা, হলুদ, নীল প্রভৃতি সুতো দিয়ে নকশাগুলিকে তোলা হয়। এতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া চিত্রের স্পষ্টতা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায়, যাতে লতাসমেত পুরো চিত্রটি জীবন্ত হয়ে ওঠে। কখনও মাঝখানে ময়ূরের অবয়ব চিত্রিত করে তার চার দিকে আয়তক্ষেত্রের মধ্যে পুঁতির মালার মতো পরিলেখ ফুটিয়ে তোলা হয়। কখনও সূর্যমুখী ফুলের পাশে পানগাছ, আনারস, পাখির অবয়ব আঁকা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের পাশে আছে ভারত

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৭।। একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভারত ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জনগণের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা। বুধবার মৈত্রী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বলেন, ৬ ডিসেম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তারিখ। এটি আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী গুণনীয়ক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে "ভারত সরকার ও জনগণের অমূল্য অবদান" থেকে উদ্ভূত আবেগময় বন্ধনকে তুলে ধরে উভয় দেশ ৬ ডিসেম্বরকে "মৈত্রী দিবস" বা "বন্ধুত্ব দিবস" হিসেবে পালন করে।

মৈত্রী দিবসের আয়োজন ভারত ও বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে গভীর ও চিরস্থায়ী বন্ধুত্বের প্রতিফলন, যা রক্ত ও অভিন্ন আত্মত্যাগে গড়ে উঠেছে। হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসে এই দিনটি অনন্য। তিনি বলেন, এটি অংশীদারিত্বের সূচনা যা এখন বহুমুখী হিসাবে দেখা হয় এবং সম্পর্কটি কৌশলগত অংশীদারদের ছাড়িয়ে যায়। হাইকমিশনার বলেন, দুই দেশ কৌশলগত অংশীদারের চেয়েও বেশি কিছু। তিনি বলেন, এটি আত্মত্যাগকারীদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানোর দিন। সম্পর্ক অনেক দূর এগিয়েছে উল্লেখ করে প্রণয় ভার্মা বলেন, আজ এটি একটি বহুমুখী সম্পর্ক, যা আমাদের সম্পর্কে নতুন গতি যোগ করছে। তিনি বলেন, দুই দেশ সব ক্ষেত্রে নতুন সংযোগ গড়ে তুলছে। বৃহত্তর আশা এবং বৃহত্তর আশাবাদের সঙ্গে সুযোগটি সত্যিই অন্তহীন।

হাইকমিশনার বলেন, দুই দেশের ইতিহাস ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে তরুণদের আকৃষ্ট করতে তারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে একটি মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে যোগদানের জন্য ২০২১ সালের মার্চ মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরে আসলে ৬ ডিসেম্বর মৈত্রী দিবস পালনের সিদ্ধান্ত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ১০ দিন আগে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ভারত। বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকারী প্রথম দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম। ২০২১ সালে ঢাকা ও দিল্লি ছাড়াও বিশ্বের ১৮টি দেশে দিবসটি পালিত হয়। দেশগুলো হলো- বেলজিয়াম, কানাডা, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, কাতার, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জাপান, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্র। সেলিব্রিটি, সম্পাদক এবং ভারতের বন্ধুরা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রামগড়ে ব্যবসায়ী আরসি রুংটার তিনটি স্থানে আয়কর অভিযান

রামগড়, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : ঝাড়খন্ডের রামগড়ে ব্যবসায়ী রামচন্দ্র রুংতার তিনটি জায়গায় আয়কর বিভাগের হানা।

বৃহস্পতিবার রামগড় শহরে তাদের অফিস ছাড়াও আরগাধার ঝাড়খণ্ড ইস্পাতে, বারকাকানা ওপি এলাকায় মা ছিন্নমাস্তিকা স্পঞ্জ এবং আয়রন প্ল্যান্ট এবং কুজু ওপি এলাকায় অলোক স্টিল-এ অভিযান চালানো হয়েছে। পাটনার তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের দল এই অভিযানে চালাচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত আয়কর আধিকারিক এবং প্ল্যান্ট ম্যানেজারদের কাছ থেকে কোনও বিবৃতি আসেনি।

দাদারে শাড়ির দোকান থেকে ১৫ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত ইডির

মুম্বই, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : মুম্বইয়ের দাদারে ভারতশ্রেষ্ঠ নামে বিখ্যাত শাড়ির দোকানে অভিযান চালিয়ে ১৫ লক্ষ টাকার নগদ বাজেয়াপ্ত করেছেএনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এছাড়া ঘটনাস্থল থেকে আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত কাগজপত্রও বাজেয়াপ্ত করেছেন ইডি আধিকারিকরা।

তথ্য অনুসারে, বুধবার বিকেলে ইডির একটি দল দাদারে ভারতশ্রেষ্ঠ নামে বিখ্যাত শাড়ির দোকান, দোকানের মালিক মনসুখ গালার বাসভবন এবং তাঁর সিএ-র বাসভবন সহ ছয়টি স্থানে অভিযান চালায়। এরপর মনসুখ গালাকেও জেরা করে ইডি দল। এই অভিযান চলে গভীর রাত পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ১২ ঘণ্টা ধরে। ইডি দল তাদের অভিযান চালিয়ে ১৫ লাখ টাকার নগদ এবং অন্যান্য কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গেছে, মনসুখ গালাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারে ইডি।

তথ্য অনুসারে, মনসুখ গালার বিরুদ্ধে তার অংশীদার অরবিন্দ শাহ ২০১৯ সালে ভৌইওয়াদা থানায় প্রতারণা এবং জালিয়াতির একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। অরবিন্দ শাহ মানসুখ গালার বিরুদ্ধে ১১৩ কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ এনেছিলেন।

বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দরে চারমাসে ভারতের সঙ্গে রাজস্ব ঘাটতি ৩১৩ কোটি

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ০৭।। বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে আমদানি বাণিজ্য অর্ধেকে নেমে এসেছে। ফলে বেনাপোল কাস্টমস হাউসে রাজস্ব আদায়েও ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বেনাপোল কাস্টম হাউসে ব্যাপক কড়াকড়ির কারণে পচনশীল ও বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা এই বন্দর দিয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। উচ্চ শুল্ককরের পণ্য এ বন্দর দিয়ে আমদানি কমে গেছে। মোটরপার্টস, ফেব্রিকস, আয়রন, স্টিল, আপেল ও মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশ আমদানিকারকেরা বেনাপোল দিয়ে আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন। আমদানি কমে যাওয়ায় এসব পণ্য থেকে প্রায় ২০১ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় কম হয়েছে বলে কাস্টমস সূত্রে জানা যায়।

চলতি অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের মোট লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৬ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা। গত চার মাসে লক্ষ্যমাত্রা ছিল এক হাজার ৯৯২ কোটি টাকা। তার বিপরীতে আদায় হয়েছে মাত্র এক হাজার ৭৫১ কোটি টাকা। সেই হিসাবে ২৪০ কোটি টাকার রাজস্ব কম আদায় হয়েছে। সব মিলিয়ে ৩১৩ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি রয়েছে বলে কাস্টমস সূত্রে জানা গেছে।

বেনাপোল সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাস্টমস বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল লতিফ বলেন, মূল কারণ হচ্ছে ব্যাংক থেকে এলসি ওপেন করা যাচ্ছে না। ডলার সংকটের কারণেই আমদানি বাণিজ্যে এ ধরনের ধস নমেছে। ফলে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কমে যাওয়ায় রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

আমদানিকারক আমিনুল ইসলাম আনু বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে টাকার বিপরীতে ডলারের দাম ১১০টাকা ৪২ পয়সা। এলসির সব টাকা ব্যাংকে পরিশোধ করলেও ব্যাংক এলসি দিচ্ছে না। এলসি করতে গেলে পিআই অনুমোদনের জন্য ব্যাংকের উচ্চ মহলে ধর্না দিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন, গত সপ্তাহে এলসি করতে ডলারের বিপরীতে টাকার দাম ছিল ১১২ টাকা। চলতি সপ্তাহে তা বেড়ে ১৩০ টাকা হয়েছে। বাণিজ্যিক পণ্যের এলসি না হওয়ায় আমদানি বাণিজ্য কম গেছে এবং রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের বৈধ সুবিধা নিশ্চিত হলে আশা করছি বেনাপোল বন্দরে বাণিজ্যে আবারও গতি ফিরবে।

সি অ্যান্ড এফের ব্যবসায়ী জুয়েল রানা জানান, ভারতের নাসিক থেকে আসা আপেলসহ অন্যান্য উচ্চ পচনশীল পণ্যের চালান আসতে প্রায় তিনদিন সময় লাগে। ফলে পচে যায় অধিকাংশ কার্টুনের ফল। পচা মালের রাজস্ব আদায় করায় অধিকাংশ আমদানিকারক বেনাপোল বন্দর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

বেনাপোল সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশসেন সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বলেন, বর্তমানে দেশে ডলার সংকট চলছে। ডলার সংকট দেখিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এলসি দিতে চাচ্ছে না। আর এলসি দিলেও ডলারের রেট অনেক বেশি। ডলার বাইরে থেকে কেনার কথা বলে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে তারা। এলসি না হওয়ার কারণে বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি অনেক কমে গেছে।

বেনাপোলের সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান সজন বলেন, বেনাপোল কাস্টমস হাউসে রাজস্ব আদায়ে ধস নামার কারণ আমদানি বাণিজ্য কমে যাওয়া। এলসি করতে ব্যাংক ম্যানেজার ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে অতিরিক্ত টাকা আদায় করার কারণে এলসি কমে গেছে। এলসি করতে ব্যাংকে অতিরিক্ত খরচ হওয়ার কারণে ব্যবসায়ীরা আমদানি করতে নিরুৎসাহী হচ্ছেন।

বেনাপোল কাস্টমস হাউসের যুগ্ম কমিশনার শাফায়েত হোসেন বলেন, জেনেছি ডলার সংকটে এলসি না হওয়ার আমদানি কম হচ্ছে। আগের তুলনায় বেনাপোল বন্দর দিয়ে আমদানি বাণিজ্য অনেক কমে গেছে। বিশেষ করে মোটরগাড়ি ও মোটরপার্টস থেকে ২০১ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় কম হয়েছে। আপেলসহ অন্যান্য ফলে আমদানিতে ২৪ কোটি ও ফেব্রিকস আমদানিতে ২১ কোটি টাকার রাজস্ব আদায় কম হয়েছে। সর্বমোট ৩১৩ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি আছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামে পতন অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও বৃহস্পতিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়।

চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

রবীন্দ্র সদন স্টেশনে মেট্রোর সামনে মরণঝাঁপ, অতি ব্যস্ত সময়ে বিঘ্নিত পরিষেবা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের কলকাতা মেট্রোয় মরণঝাঁপ! আর তার ফলে বৃহস্পতিবার সকালে অতি ব্যস্ত সময়ে বিঘ্নিত হয়েছে মেট্রো পরিষেবা। ভোগান্তির শিকার হয়েছেন বহু যাত্রী। এদিন সকাল ৮.৫০ মিনিট নাগাদ রবীন্দ্র সদন স্টেশনে দমদমমুখী একটি মেট্রো ঢোকার সময়ে আপ লাইনে ঝাঁপ দেন এক ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দেওয়া হয় মেট্রো। আপৎকালীন দরজা খুলে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়। আপাতত সেন্ট্রাল এবং দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মেট্রো পরিষেবা সচল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আপ এবং ডাউন লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি মেট্রো। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পাওয়ার ব্লক অর্থাৎ বৈদ্যুতিন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রবীন্দ্র সদন স্টেশনের ওই অংশে কাজ চলছে। তবে ঝাঁপ দেওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করা গিয়েছে কি না, উদ্ধার করলেও জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা গিয়েছে কি না, এখনও স্পষ্ট নয়।

কাতারে বন্দি ৮ প্রাক্তন নৌসেনার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন ভারতের প্রতিনিধি

দোহা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) প্রাক্তন ৮ নৌসেনার মৃত্যুদণ্ড পুনর্বিবেচনার আর্জি নিয়ে ইতিমধ্যেই শুনানি শুরু হয়েছে কাতারের আদালতে। এই অবস্থায় জেলে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন ভারতের প্রতিনিধি। ভারতের বিদেশমন্ত্রক সূত্রে খবর, রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে গিয়ে কাতারের আমিরের সঙ্গে দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার পরেই অনুমোদন পেয়েছেন ভারতের প্রতিনিধি।

২০২২ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন ৮ কর্মীকে গ্রেফতার করে কাতারের গোয়েন্দা বিভাগ। তাঁরা সকলেই একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করতেন। ওই সংস্থা কাতার সেনাকে প্রশিক্ষণের কাজ করত। একাধিকবার শুনানির পরে অক্টোবর মাসে ৮ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয় কাতারের আদালত। তবে নৌসেনা কর্মীদের হয়ে আইনি পদক্ষেপ নিতে শুরু করে ভারতও। নভেম্বর মাসে কাতারের কাছে আবেদন জানায় নয়াদিল্লি। ৮ নৌসেনা কর্মীর মৃত্যুদণ্ডের সাজা বাতিল করার আবেদন জানানো হয়েছে।এই প্রসঙ্গেই বৃহস্পতিবার মুখ খোলেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, "ভারতের আর্জি নিয়ে ইতিমধ্যেই দুটি শুনানি হয়েছে। গোটা বিচার প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখছে ভারত। সমস্ত রকম আইনি সাহায্য দেওয়া হচ্ছে কাতারের জেলে বন্দি ৮ জনকে। তবে গোটা বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। যেটুকু তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব সেটা অবশ্যই সকলের সামনে তুলে ধরা হবে।"আরও জানা গিয়েছে, গত ৩ ডিসেম্বর ৮ বন্দিকে কনসুলার অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জেলে গিয়ে বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে পারবেন ভারতের কূটনীতিক দূত। উল্লেখ্য, এই অনুমতি মেলার আগেই দুবাইয়ের জলবায়ু সম্মেলনে কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদের সঙ্গে কথা হয় মোদির। প্রবাসী ভারতীয়দের উন্নতি নিয়েও আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। আগামী দিনে কোন পথে এগোয় ৮ বন্দির ভাগ্য, সেদিকে নজর কূটনীতিক মহলের।

গিরিডি: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাইক আরোহী যুবকের, আহত আরও ২ জন

গিরিডি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : গিরিডিতে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এক বাইক আরোহী। বৃহস্পতিবার ঝাড়খন্ডের গিরিডি জেলার বেঙ্গাবাদ থানা এলাকার এই দুর্ঘটনায় আরও দুইজন আহত হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আজ সকালে জেলার বেঙ্গাবাদ থানা এলাকার এনএইচ প্রধান সড়কে দুধিতান্ডের কাছে বৃহস্পতিবার সকালে একটি ট্রাকের ধাক্কায় বাইক আরোহী এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এসময় আহত হয়েছেন দুইজন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় এবং আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করে। খবর লেখা পর্যন্ত নিহত যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়নি। এদিকে, দুর্ঘটনার পর ট্রাক চালক ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যায়।

করাচির বহুতলে আগুনে মৃত্যু ৫ জনের, যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে ভবনটি

করাচি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানের করাচিতে একটি বাণিজ্যিক বহুতলে আগুন লেগে প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন। বহুতলের নীচের তলায় আগুনের সূত্রপাত হয়, দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

করাচির ফেডারেল বি এলাকায় অবস্থিত বহুতলে আগুন লাগে। বুধবার সন্ধ্যায় করাচির ফেডারেল বি এলাকার আয়েশা মঞ্জিলের কাছে শাহরাহ-ই-পাকিস্তানে আরশি শপিং সেন্টার নামে একটি ৬-তলা বাণিজ্যিক-তথা-আবাসিক ভবনে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের সময় ভবনের বাসিন্দারা ভিতরে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, নীচতলায় ওয়েল্ডিংয়ের কাজ চলাকালীন একটি দোকানে আগুন লেগেছিল, পরে আগুনের লেলিহান শিখা অন্যান্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।

আয়েশা মঞ্জিল ফার্নিচার মার্কেটের নিচতলায় ২৫০টিরও বেশি দোকান রয়েছে এবং মেজানাইন ফ্লোরে আসবাবপত্র, গদি এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য রাখা হয়। এছাড়াও উপরের চার তলায় ৪৫০টি আবাসিক ফ্ল্যাট রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণে ভবনটি দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং যে কোনও সময় ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। আগুনে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন একজন।

গান্ধীমূর্তির পাদদেশে প্রতিবাদ তৃণমূলের মহিলা সাংসদদের, গিরিরাজকে বহিষ্কারের উঠল দাবি

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে তারকাদের সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর এই নাচ নিয়ে কটাক্ষ করেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। মন্ত্রীর এই বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বৃহস্পতিবার সরব হল তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন সংসদ চত্বরে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ধর্না ও বিক্ষোভ প্রদর্শন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখান মহুয়া মৈত্র, শতাব্দী রায়, মৌসম বেনজির নূর, মালা রায়, প্রতিমা মণ্ডল প্রমুখ।

বুধবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে বিরোধী "আইএনডিআই" জোটের বৈঠক নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আজকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় অন্য গ্রহে বাস করছেন। গোটা বাংলা দুর্নীতিতে ডুবে। গরিবের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। আর উনি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ঠুমকা লাগাচ্ছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক।

যে রাজ্যে গরিবদের লুঠ করা হচ্ছে, দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উৎসব করছেন।' তাঁর এই 'ঠুমকা' মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়। গিরিরাজ সিংকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কারের দাবি জানান তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। তাঁকে ক্ষমা চাইতেও বলেন।

বন্যা পরিস্থিতি চেন্নাইয়ে; জলমগ্ন শহরের নানা প্রান্ত, ডুবে রয়েছে পেট্রোল পাম্প

চেন্নাই, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): জমা জলের যন্ত্রণা থেকে এখনও রেহাই পেল না চেন্নাই। ঘূর্ণিঝড় শক্তি হারিয়েছে, অথচ সেই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে যে বৃষ্টি হয়েছিল, সেই বৃষ্টির জল বৃহস্পতিবারও নাজেহাল করে তুলেছে চেন্নাইয়ের মানুষজনকে। চেন্নাই শহরের কোথাও হাঁটু, আবার কোথাও কোমর পর্যন্ত জল জমে রয়েছে। ডুবে রয়েছে একটি পেট্রোল পাম্পও। জনহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে পেট্রোল পাম্পটি।

চেন্নাইয়ের গুবেরান নগরের মাদিপাক্কাম এলাকার কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। চেন্নাই শহরের জেরুজালেম কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এখনও জলমগ্ন। চেন্নাইয়ের পল্লীকর্ণাই এলাকা এখনও জলের তলায়। এরইমধ্যে স্বস্তি বিষয় হল, চেন্নাইয়ের কিছু এলাকা থেকে ধীরে ধীরে জল নামছে।

বৃষ্টির জেরে দুঃশ্চিন্তায় কৃষকরা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জমি থেকে পাকা ধান তুলতে ব্যস্ত চাষিরা

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছে বাংলায়। বুধবার রাত থেকেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপকূল তীরবর্তী এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে, সঙ্গে বইতে থাকে দমকা হাওয়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার, মাঝেমধ্যেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। অসময়ে বৃষ্টির জেরে সমস্যার মুখে পড়েছেন অন্নদাতারাও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, ক্যানিং, বাসন্তী-সহ একাধিক এলাকায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই কৃষকদের ব্যস্ততা চোখে পড়েছে। মাঠে পড়ে রয়েছে পাকা ধান এবং এই বৃষ্টির জেরে সেই পাকা ধান নষ্ট হতে পারে তাই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নিজেদের ফসল ঘরে তুলতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে কৃষক পরিবারগুলি।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে মাঠে গিয়ে পাকা ধান তুলতে ব্যস্ত কৃষকেরা। এ বিষয়ে সুব্রত পাহাড়ি নামে এক কৃষক জানান, "বৃষ্টির জেরে মাঠের ধান মাঠেই পড়ে রয়েছে। বৃষ্টির জল পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ধান। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঠ থেকে পাকা ধান তুলতে পরিবারের সকল সদস্যরা কাজে হাত লাগিয়েছে।" বৃষ্টির জল পড়ে ধান নষ্ট হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে, আর এর ফলে বাজারে চালের দাম বাড়তে পারে। কৃষক পরিবারের এক মহিলা সদস্য কল্যাণী মান্না জানান, "বৃষ্টির জেরে অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে ধানের। বৃষ্টির মধ্যে যদি না ধান না তুলতে পারি তাহলে আরও ক্ষতি হবে। মাঠের ধান মাঠেই পড়ে থাকবে। তাই বৃষ্টির মধ্যে আমরা ধান তুলতে মাঠে এসেছি। সারা বছর এই চাষের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয় বৃষ্টির জেরে চাষে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।"

এদিকে, অসময়ের বৃষ্টির কারণে মাথায় হাত পড়েছে সবজি চাষিদেরও। বৃষ্টির কারণে দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে বাংলার চাষিরা। আবার এই বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতার অভাবে বৃহস্পতিবার সকালে প্রভাবিত হয়েছে ফেরি সার্ভিসে। স্বাভাবিক তুলনায় কিছুটা হলেও দেরিতে চলাচল করে ফেরি সার্ভিস।

স্কটিশ মিডফিল্ডারের জোড়া গোলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জয়

ম্যানচেস্টার, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): হাইভোল্টেজ ম্যাচে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে শেষ হাসি হাসলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেভ। পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন স্কট ম্যাকটমিনে। এই স্কটিশ মিডফিল্ডারের জোড়া গোলে চেলসির বিপক্ষে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। পুরো ম্যাচে মোট ২৮-বার গোলে শট নিয়েছে ম্যান ইউ, যেখানে প্রতিপক্ষ চেলসি জালের জন্য শট নিয়েছে ১৩ বার। বুধবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে চেলসিকে ২-১ গোলে হারাল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। এই জয়ে পয়েন্ট টেবিলে ছয়ে উঠে এল ম্যানইউ।

আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের তাণ্ডব; মৃত ৩, হামলাকারীও নিহত

লাস ভেগাস, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় ফের বন্দুকবাজের হামলা। লাস ভেগাসের নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকবাজের হামলায় ৩ জন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। লাস ভেগাস পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত হয়েছে হামলাকারীও। গুলিবিদ্ধ একজন নাগরিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে হামলাকারীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কী কারণে হামলা তাও স্পষ্ট নয়। বুধবার লাস ভেগাসে নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসে হামলা চালায় ওই বন্দুকবাজ।

লাস ভেগাস শহরের ওই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সের জন্য পড়ুয়াদের ভিড় লেগেই থাকে। সেখানে এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে কেন এই হামলা, কী উদ্দেশ্যে সে বিষয়ে কিছু এখনও জানা যায়নি। হামলাকারীর পরিচয়ও এখনও জানা যায়নি। সবদিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। স্থানীয় সময়, রাত তখন পৌনে বারোটা। হঠাৎ, লাস ভেগাস প্রশাসনের কাছে জরুরি ফোন আসে, নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের লি বিজনেস সেন্টারের কাছে "বিম হল"-এ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এক বন্দুকবাজ। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। পাশাপাশি, পড়ুয়া, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বলা হয়।

গভীর রাত ১২.৩৭ মিনিটে পুলিশ জানায়, সম্ভবত বন্দুকবাজ মারা গিয়েছে। সূত্রের খবর, বন্দুকবাজ হিসেবে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তার নাম-পরিচয় জানতে পারলেও যত ক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মীয়ের কাছে খবর না পৌঁছনো হচ্ছে, সে নিয়ে কোনও কথা বলবে প্রশাসন। যতটুকু জানা যাচ্ছে, তাতে একাংশের ধারণা, বন্দুকবাজ সম্ভবত ৬৭ বছরের এক প্রাক্তন অধ্যাপক। জর্জিয়া এবং নর্থ ক্যারোলাইনার বেশ কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও সঙ্গে নেভাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কী সম্পর্ক, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

"অ্যাথলেট অব দ্য ইয়ার" হলেন মেসি

রিয়াদ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): লিওনেল মেসির জন্য ২০২২-২৩ সালটা সোনায় মোড়ানো ছিল। কি পাননি এই বছরটায়। তার নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতেছে। ২০২৩ সালে ব্যালন ডি"অর। এবার গতকাল রাতে জিতলেন টাইম ম্যাগাজিনের সেরা অ্যাথলেটের পুরস্কার "অ্যাথলেট অফ দ্য ইয়ার"। এই পুরস্কার জয়ের পর মেসি বলেছেন , "পিএসজি ছেড়ে বার্সেলোনায় যাওয়ার কথা ভেবেছিলাম।কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। সৌদি আরবে যাওয়ার কথাও।ভেবেছি। শেষ দিকে দেখলাম তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূর্ণ লিগ করেছে। যার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।তাছাড়া দেশটির পর্যটন দুত হিসেবে আমাকে ওরা নিয়েছে। ওদের ভালোবাসায় আমি মুগ্ধ। এই ব্যাপারটা আমার মন টেনে ছিল। আর ওখানে যা দেখেছি তাই আমাকে আকর্ষণ করেছে।

সৌদি আরব ও এমএলএস দুই জায়গাই খুব আকর্ষণীয় ছিল আমার জন্য।" উল্লেখ্য, ২০১৯ সাল থেকে "অ্যাথলেট অফ দ্য ইয়ার" পুরস্কার দিয়ে আসছে টাইম।সেই পুরস্কার সেবার পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা ফুটবল দল। ২০২০তে খেতাবটি পান বাস্কেটবল তারকা লেবন জেমস। ২০২১ সালে এই পুরস্কার পান যুক্তরাষ্ট্রের জিমন্যাস্ট সিমন বাইলস।২০২২ সালের নিউ ইয়র্ক ইয়াঙ্কির বেসবল তারকা অ্যরণ জাজ জেতেন টাইমসের বর্ষসেরা পুরস্কার।আর এবার এই সম্মান পেলেন মেসি।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বহু নিরামিষ রান্নাই হিং ছাড়া চলে না

নিরামিষ রান্নায় হিং দেওয়ার চল বহু পুরনো। নিরামিশ বিউলির ডাল থেকে কচুরি একটু হিঙের ছোঁয়া না থাকলেই নয়। পুরনো কলকাতায় কাবুলিওয়ালাদের আনাগোনা ছিল বিশেষ এই মশলাটির জন্য। রান্নার স্বাদ বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি নানা রোগ ব্যাধি সারাতেও হিঙের জুড়ি মেলা ভার। হিঙে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করে এই মশলা। পাশাপাশি ফাইবার, ক্যালশিয়াম, আয়রন, পটাশিয়াম এবং কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি পূরণ করতেও সাহায্য করে। তা ছাড়া শীতকালে হিঙের ছোঁয়া শরীরকে উষ্ণ রাখতেও সাহায্য করে।

শরীরের আর কী কী উপকার করে হিং দেওয়া পানীয়?

১) ওজন নিয়ন্ত্রণ

হজম শক্তি বাড়িয়ে তোলার মোক্ষম দাওয়াই হল হিংয়ের জল। হজম প্রক্রিয়া ভাল হলে তবেই বিপাকক্রিয়া ভাল হয়। ফলে ওজনের উপর তার প্রভাব পড়ে। কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটফাঁপার মতো সমস্যায় আরাম দেয় এই পানীয়।

২) প্রদাহ নাশ করতে

শরীরে কোনও ভাবে ইনফ্লেমেশন বা প্রদাহ বাড়লে ওজন কমানো মুশকিল হয়। প্রদাহের সঙ্গে বিপাক সংক্রান্ত রোগ এবং স্থূলত্বের নিবিড় যোগ রয়েছে। হিংয়ের মধ্যে প্রদাহ কমানোর মতো উপদান রয়েছে। হিংয়ের জল এই ধরনের সমস্যায় দারুণ কাজ করে।

৩) রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ

বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে হিং। রক্তে হঠাতইনসুলিন হরমোনের ওঠা-নামা শরীরের উপর খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এই ভারসাম্য বজায় রাখা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন।

কী ভাবে তৈরি করবেন এই পানীয়?

১) প্রথমে একটি পাত্রে জল ফুটতে দিন।

২) এ বার সামান্য পরিমাণ হিংয়ের গুঁড়ো দিয়ে দিন ফুটন্ত জলে।

৩) গ্যাস বন্ধ করে পাত্রটি কিছু ক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখুন।

৪) ছাঁকনি দিয়ে সেই জল ছেঁকে নিন।

৫) চাইলে ওই পানীয়ের মধ্যে সামান্য মধু এবং কয়েক ফোঁটা লেবুর রসও মেশাতে পারেন।

অফিসে কাজের সময় মাঝেমাঝেই ঘাড় শক্ত হয়ে যায়?

অফিসে একটানা বসে কাজ করার মাঝে হাত নাড়াচড়া করতে গেলে কাঁধে প্রবল যন্ত্রণা হয়। সমস্যার নাম "ফ্রোজেন শোল্ডার"। মনে হয় যেন কাঁধটা শক্ত হয়ে গিয়েছে, কোনও ভাবেই নাড়ানো যাচ্ছে না। এই রোগে আক্রান্ত হলে কাঁধের বল ও সকেট সন্ধি আক্রান্ত হয়। বয়স ৪০ পেরোলেই এই রোগের ঝুঁকি বেশি করে দেখা দেয়। ডায়াবিটিস, থাইরয়েড, হার্টের আসুখ থাকলে ফ্রোজেন শোল্ডারের ঝুঁকি বাড়ে। শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিগড়ে গেলে কিংবা কোনও চোট-আঘাত থেকেও এই রোগ হতে পারে।ফ্রোজেন শোল্ডারের সমস্যা থাকলে কী ভাবে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবেন?

১) "ফ্রোজেন শোল্ডার" থেকে রেহাই পেতে ঘুমের সঙ্গে কোনও রকম আপস চলবে না। ঘুমোনোর সময়ে শোয়ার ধরন ঠিক রাখতে হবে। ভুল ভঙ্গিমায় শুলেই ঘাড়ে ব্যথা বাড়বে। খুব বেশি উঁচু কিংবা শক্ত বালিশ নিয়ে ঘুমোবেন না।

২) অফিসে যখনই ক্লান্ত লাগবে বা কাঁধে যন্ত্রণা হবে, তখন চেয়ারে বসে না থেকে মিনিট দশেকের বিরতি নিন। ওই সময় হাঁটাহাঁটি করুন। হাতের ব্যায়াম করতে থাকুন।

৩) "লং ড্রাইভ"-এ যেতে পছন্দ? তবে ফ্রোজেন শোল্ডার থাকলে একটানা অনেক ক্ষণ গাড়ি চালানো মোটেই আপনার জন্য ভাল হবে না, এতে সমস্যা বাড়বে।

৪) যতটা সম্ভব নিজেকে মানসিক চাপমুক্ত রাখুন। মানসিক চাপ, উদ্বেগ, চিন্তা বাড়লেই ঘুম কম হবে, ক্লান্তি থেকে ঘাড়ে ব্যথা হবে।

৫) "ফ্রোজেন শোল্ডার" সারাতে ব্যায়াম ছাড়া উপায় নেই। রোজ ঘুম থেকে উঠে নিয়ম করে ঘাড়ের হালকা ব্যায়াম করুন। খুব ভাল ফল পাওয়া যায় যোগাসন করলে। মার্জারাসন, সেতুবন্ধনাসন, গরুড়াসন, গোমুখাসনের ইত্যাদি নিয়মিত অভ্যাস করলে "ফ্রোজেন শোল্ডার"-এর সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারেন।

ব্যথা অসহ্য বোধ হলে কী করবেন?

"ফ্রোজেন শোল্ডার"-এর যন্ত্রণা বাড়লে হালকা গরম জলে সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে চার-পাঁচ মিনিট স্নান করুন। স্নান করার সময়ে ঘাড় নাড়াচাড়া করবেন না। আস্তে আস্তে ঘাড়ের পেশিগুলি শিথিল হতে শুরু করবে। এ ছাড়া ঘাড়ের ব্যথা যদি অসহ্য হয়ে ওঠে, তা হলে বেশ কিছু ক্ষণ আইস প্যাক চাপা দিয়ে রাখুন। খানিক ক্ষণের মধ্যেই আরাম পাবেন। ঘাড়ের উপর হিটিং প্যাড চেপে রাখলেও রক্ত সঞ্চালন বেড়ে ঘাড়ে ব্যথা কমবে। ব্যথা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ফিজিও থেরাপি করাতে হবে। প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারও করাতে হতে পারে।

শীতকালে কিশমিশ খেতে হবে প্রত্যেক দিনই

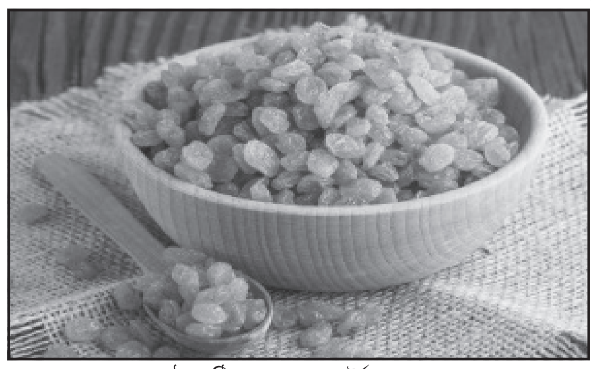

পোলাও, পায়েস কিংবা বড়দিনের কেক কিশমিশ ছাড়া এই সব খাবারের স্বাদ একেবারেই খোলে না। তবে শুধু স্বাদের জন্য নয়, কিশমিশ বা শুকনো আঙুর স্বাস্থ্যের জন্যেও ভাল। ভিটামিন বি এবং সি, আয়রন, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের গুণে ভরপুর কিশমিশ, নানা রকম রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। স্বাদ এবং স্বাস্থ্য, দুইয়ের খেয়াল রাখতে রোজ কয়েকটি কিশমিশ খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরাও।

১) ক্লান্তি কাটাতে

কিশমিশে রয়েছে ফ্রুক্টোজ এবং গ্লুকোজের মতো প্রাকৃতিক শর্করা। যা কাজের একঘেয়েমি বা ক্লান্তি কাটাতে সাহায্য করে। শরীরচর্চা করার আগে বা পরে, একমুঠো কিশমিশ খেলে ক্লান্তি কাটে। শরীর আবার চনমনে হয়ে ওঠে।

২) ফাইবারে ভরপুর

কিশমিশে রয়েছে সহজপাচ্য ফাইবার। যা হজমশক্তি ভাল রাখতে পারে। অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভাল রাখা থেকে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করা সবেতেই কিশমিশ উপকারী।

৩) হাড়ের জোর বাড়ে

ক্যালশিয়াম এবং বোরনের মতো প্রয়োজনীয় বেশ কিছু উপাদান রয়েছে কিশমিশে। যা হাড়ের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। যা বয়সকালে অস্টিয়োপোরোসিসের মতো হাড়ের রোগ রুখে দিতে পারে।

৪) হার্টের জন্য ভাল

কিশমিশে যে পরিমাণ ফাইবার, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে, তা হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে। হার্টের জন্য রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। ফাইবার সেই কাজটি খুব ভাল ভাবে করতে পারে। তা ছাড়া কিশমিশে যে পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট থাকে, তা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতেও সাহায্য করে।

৫) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে পটাশিয়াম। কিশমিশের মধ্যে এই উপাদানটির মাত্রা অনেকটাই বেশি। শরীরে নুনের ভারসাম্য বজায় রাখতে কিশমিশের জুড়ি মেলা ভার।

শীতে ঝুঁকি বাড়ে র‍্যাশ, অ্যালার্জির

সর্দি-কাশি, গলা খুসখুস, ঠান্ডা লাগা শীতের সঙ্গী। তবে এগুলি ছাড়াও শীতে আরও একটি সমস্যা দেখা যায়। সেটা হল ত্বকে র‍্যাশের প্রাদুর্ভাব। তার অন্যতম কারণ হল নিয়মিত স্নান না করা। শীতে জল খাওয়ার মতোই স্নান করার প্রবণতাও অনেকটা কমে যায়। ফলে ত্বক রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে পড়ে। রুক্ষ ত্বকে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

ত্বকের কোষে কোষে ব্যাক্টেরিয়া জন্মায়। সেখান থেকেই র‍্যাশের সূত্রপাত। সংক্রমণ ঠেকাতে নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি। এই সময় ত্বক অত্যধিক আর্দ্র হয়ে পড়ে। ফলে র‍্যাশের সমস্যা দেখা দেয়। শীতে অ্যালার্জি, র‍্যাশের সমস্যা থেকে বাঁচতে ঘরোয়া প্রতিকারও রয়েছে। রইল তার হদিস।

ওট্মিল- শুধু ওজন কমাতেই নয়, একজিমা বা সোরেসিসের সমস্যায় ত্বকের প্রদাহ দূর করতেও সাহায্য করে ওটমিল। হালকা গরম জলে দু'কাপ ওটমিল পাউডার ভিজিয়ে রাখুন আধ ঘণ্টা। তার পর এই জলে স্নান করুন। ত্বকের রুক্ষতা অনেকটা কমবে। র‍্যাশ, চুলকানির সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

অলিভ অয়েল- ত্বকের যত্নে অলিভ অয়েল দারুণ কার্যকরী। কোমলতা ফেরানোর পাশাপাশি ত্বকের আরও অনেক সমস্যা কমাতেও দারুণ কাজে আসে এই তেল। ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট-সমৃদ্ধ অলিভ অয়েল ত্বকের ক্ষয় রোধ করতে, আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার- ওজন কমানো থেকে ত্বকের যত্ন বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এটি। এই ভিনিগারে অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল গুণ থাকার কারণে যে কোনও কিছু থেকে ত্বকের অ্যালার্জির সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। শীতে অ্যালার্জির সমস্যা যাতে বাড়াবাড়ি আকার ধারণ না করে, তাতে ভরসা রাখতে পারেন অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার।

সর্দি-কাশি থেকে স্বস্তি পেতে ভেষজ চা খাচ্ছেন?

গলাব্যথা হোক বা হালকা জ্বর ঠান্ডা লাগলে ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিতে ইচ্ছা করে। সর্দি-কাশির সময় কিছু ভেষজ চা বেশ কাজ দেয়। তা ছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও অনেকেই ভরসা রাখেন গ্রিন টি, আদা চা, লেবু চায়ে। চা এমনিতেই ভিতর থেকে চনমনে রাখে শরীর ও মন। এই ধরনের ভেষজ চায়ের স্বাস্থ্যগুণও অনেক। ফিট থাকতে এই চা সত্যিই বেশ উপকারী। তবে ভেষজ চা খেয়ে শরীরের যত্ন নেবে তখনই, যখন সঠিক পদ্ধতিতে বানাবেন। ভেষজ চা বানানোর সময় কোন ভুলগুলি করবেন না? ১) দুধ চা, লিকার চায়ে চিনি খান অনেকেই। তবে ভেষজ চা খেলে চিনি না মেশানোই শ্রেয়। স্বাস্থ্যকর উপকরণ দিয়েই তৈরি করা হয় এই চা। চিনি মেশালে যে উপকার পাওয়ার জন্য ভেষজ চা খাচ্ছেন, সেটা অধরা থেকে যাবে। ২) শুধু চিনি নয়, ভেষজ চায়ে দুধও মেশানো ঠিক নয়। দুধ, চিনি ছাড়া চা খাওয়া কমাতেই এই ধরনের চা খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদেরা। তাই দুধ, চিনি ছাড়াই খাওয়ার অভ্যাস করুন। ৩) খুব গরম অবস্থায় না খাওয়াই ভাল। আবার ঠান্ডা হয়ে গেলেও খাওয়া ঠিক নয়। তাই এমন একটা সময় খেতে হবে যখন চা খুব গরমও নয়। আবার একেবারে ঠান্ডা জলও হয়ে যায়নি। ৪) ভেষজ চা কখনও গরম করে খাবেন না। যখন খাবেন ঠিক তখনই বানানো জরুরি। গরম করে খেলে চায়ের সমস্ত স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। খাওয়াই সার হবে। খেয়ে কোনও লাভ হয় না। ৫) ভেষজ চা বানানোর সময় পাত্রের ঢাকা আটকে রাখবেন না। জল ফোটার সময় ঢাকনা সব সময় খুলে রাখা জরুরি। বাকি উপকরণগুলি দেওয়ার সময়ও ঢাকনা খুলে রাখতে হবে।

ব্যায়াম: নিয়মিত অভ্যাস করলে ঊরু এবং পায়ের পেশির জোর বাড়বে

শরীরচর্চার ক্ষেত্রে দেহের উপরি ভাগ নিয়ে যতটা মাথাব্যথা সকলের, ততটা পায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। পেট, কোমর, কাঁধ, পিঠ, হাত বা বুকের গঠনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পায়ের দিকেও সমান নজর দেওয়া প্রয়োজন। সারা দিন ঘরে-বাইরে নানা কাজ, পেশার কারণে দিনের বেশির ভাগ সময়ে দাঁড়িয়ে থাকা, হিলজুতো পরা, অতিরিক্ত ওজন পায়ে ব্যথা হওয়ার বিভিন্ন কারণ থাকতেই পারে।

তা ছাড়া দেহের পুরো ভার তো বইতে হয় পদযুগলকে। তাই পা দুর্বল হয়ে পড়লে মুশকিল। অনেকেরই আবার ঊরুতে মেদ জমার প্রবণতাও থাকে। তাই সাধারণ ব্যায়ামের পাশপাশি আলাদা করে পায়ের কিছু এক্সারসাইজ করা প্রয়োজন।

১) স্কোয়াট- পা এবং কোমরের পেশি মজবুত করতে এটিই সবচেয়ে সহজ একটি পন্থা। এই ব্যায়াম করার জন্য প্রথমে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ান। এ বার দুই হাত টান টান করে সামনে রেখে, হাঁটু ভাঁজ করে অর্ধেকটা বসতে চেষ্টা করুন। প্রতি দিন অন্তত ১২ থেকে ১৫ বার, ২ থেকে ৩ সেট করুন। ধীরে ধীরে আরও সংখ্যা বাড়াতে পারেন।

২) কাফ রেজ- কাফ মাসল তৈরির জন্য এই এক্সারসাইজ গুরুত্বপূর্ণ। হাতে ওজন নিয়েও এই ব্যায়াম করা যায়। দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে, পায়ে ভর দিয়ে গোড়ালি ওঠাতে এবং নামাতে হবে। রোজ বার দশেক এই ব্যায়াম করলেই যথেষ্ট। ২ সেট করতে হব।

৩) স্টেপ আপ্স- হাঁটুতে কোনও বড় ধরনের অসুখ না থাকলে অর্থাতসিঁড়ি ভাঙা একেবারে বারণ না হলে সিঁড়ি ভাঙার অভ্যাস কিন্তু বজায় রাখতে হবে। হাতে দু'লিটারের জলভর্তি বোতল নিয়ে সিঁড়ির ধাপের সামনে প্রথমে বাঁ পা তুলে উঠুন। তার পর ওই পা নামিয়ে ডান পা তুলুন ও নামান। দু'পা মিলিয়ে মোট ২৪ বার ওঠানামা করতে হবে।

রোজ কমলালেবু খাচ্ছেন? বেশি খেলে হিতে বিপরীত হবে

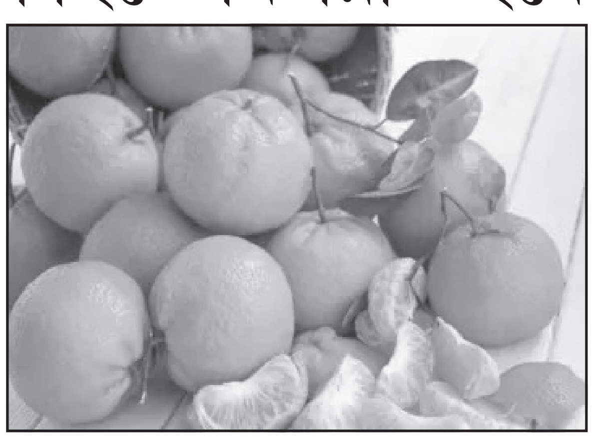

সারা বছর পাওয়া যায় না। তাই শীতকালে বাঙালি বাড়িতে কমলালেবুর কদর বেশি হয়। বাজার ফিরতি প্রায় সকলের ব্যাগেই উঁকি মারে কমলা টুকটুকে লেবু। শীতের রোদে বসে খোসা ছাড়িয়ে কমলালেবুর কোয়া মুখে পুরতে মন্দ লাগে না। আবার অফিসে কাজ করতে করতে কমলালেবুর খাওয়া মজাই আলাদা। অন্য ফল খাওয়াতে নাজেহাল হতে হলেও, বাচ্চারা কিন্তু সোনামুখ করে কমলালেবু খেয়ে নেয়।

শীতে কমলালেবু হচ্ছে নিত্যদিনের সঙ্গী। শীত ফুরিয়ে গেলে কমলালেবুও আর পাওয়া যাবে না। তাই শীত থাকতে থাকতেই যতটা এর স্বাদ আস্বাদন করে নেওয়া যায়। ফল মাত্রেই স্বাস্থ্যকর। কমলালেবুরও স্বাস্থ্যগুণ কম নেই। তবে বেশি খেলে কি কোনও সমস্যা হতে পারে?

কমলালেবুতে রয়েছে ভরপুর পরিমাণে ভিটামিন সি। প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ভিটামিন সি-এর জুড়ি মেলা ভার। শীতকালীন সর্দি-কাশি থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে কমলালেবু। তা ছাড়া শীতকালে জল খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। সে ক্ষেত্রে জলের বিকল্প হতে পারে কমলালেবু।

ত্বকের যত্ন নিতেও কমলালেবুর ভূমিকা অপরিহার্য। কমলালেবুতে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের পুষ্টি কোলাজেন উতাদন করতে সাহায্য করে। তা ছাড়া কমলালেবুতে রয়েছে ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, মিনারেলস সামগ্রিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে কমলালেবু সত্যিই উপকারী। শীতকালে গ্যাস-অম্বলের সমস্যাও বেশি হয়। কমলালেবু কিন্তু সেই ঝুঁকি কমায়। কারণ কমলালেবুতে রয়েছে ফাইবার। পেটের গোলমাল নিয়ন্ত্রণে রাখতে ফাইবার কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। মোট কথা কমলালেবু নিঃসন্দেহে শরীরের যত্ন নেয়।

তবে স্বাস্থ্যকর খাবার হলেও অত্যধিক হারে কোনও কিছুই খাওয়া ভাল নয়। কমলালেবু হজমের গোলমাল থেকে রক্ষা করে ঠিকই। তবে বেশি কমলালেবু খেলে আবার পেটের গোলমালও হতে পারে। তা ছাড়া কমলালেবু হল সাইট্রাস জাতীয় ফল। কিডনির সমস্যা থাকলে এই গোত্রের ফল এড়িয়ে চলার কথা বলে থাকেন চিকিতকেরা। তা ছাড়া অ্যালার্জির সমস্যা থাকলে কমলালেবু বেশি না খাওয়াই শ্রেয়।

অত্যধিক হলুদ খাওয়ার অভ্যাসে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে

আমিষ কিংবা নিরামিষ হলুদ রান্নার অন্যতম প্রধান উপকরণ হল। হলুদ ছাড়া রান্নার কথা ভাবাই যায় না। এক চিমটে হলুদ রান্নার স্বাদ এবং বর্ণ বদলে দিতে পারে। হলুদের স্বাস্থ্যগুণও কম নয়। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, অ্যান্টি-ভাইরাল, অ্যান্টি- ব্যাক্টেরিয়াল উপাদান সমৃদ্ধ হলুদ নানাবিধ রোগবালাইয়ের ঝুঁকি কমায়।

প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি করতেও হলুদের জুড়ি মেলা ভার। তাই অনেকেই নিয়ম করে খালিপেটে কাঁচা হলুদ খান। হলুদ খাওয়া শরীরের জন্য ভাল। তবে অত্যধিক হারে খেলে কিন্তু আবার সমস্যা হতে পারে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলুদ খাওয়া মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। অত্যধিক হলুদ খেলে আবার সমস্যা হতে পারে। শর্করার মাত্রা কমতে পারে রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে রোজ কাঁচা হলুদ খাচ্ছেন? অথচ নিজের অজান্তেই বাড়ছে বিপদ। প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবনে শর্করার মাত্রা মেপে হলুদের পরিমাণ নির্ধারণ করার সময় কারও নেই। হলুদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার রক্তে শর্করার মাত্রা প্রয়োজনের চেয়ে কমিয়ে দিতে পারে। হঠাতঘটতে পারে বিপদ।

কিডনির সমস্যা

দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা হলুদ খেলে কিডনিতে পাথর হতে পারে। অনেক সময়েই ক্যালশিয়ামের বিপাকক্রিয়া বিঘ্নিত করে হলুদ। যার ফলে প্রয়োজনীয় উপাদান ছেঁকে, বর্জ্য শরীরের বাইরে বার করতে পারে না কিডনি। বহুদিন ধরে জমতে জমতে সেগুলিই ক্যালশিয়াম অক্সালেট জাতীয় পাথরে পরিণত হয়।

ঋতুস্রাব সংক্রান্ত সমস্যা

বেশি হলুদ খেলে ঋতুস্রাবের সময়ে রক্তক্ষরণ বেড়ে যায়। শরীরের পক্ষে যা একেবারেই ভাল নয়। তাই সুস্থ থাকতে হলুদ কম খাওয়াই শ্রেয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলুদ শরীরের জন্য একেবারেই ভাল নয়।

পেটের গোলমাল কমাতে

শরীরে কারকিউমিনের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে পেটের সমস্যা শুরু হতে পারে। এর থেকে পেটের গোলমাল, অম্বল এবং ডায়ারিয়ার মতো সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হলুদ খান। তবে পরিমাণ মতো।

কষ্ট হলেও শীতকালেও স্নান করতে হবে ঠান্ডা জলে

জাঁকিয়ে ঠান্ডা তেমন পড়েনি। তা সত্ত্বেও গায় ঠান্ডা জল দিতেই ছ্যাঁক করে উঠছে। অনেকেই আবার কালের তোয়াক্কা না করে সারা বছরই ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করেন। অনেকেই বলেন, হার্ট, হাড়, ফুসফুস, অ্যালার্জিজনিত সমস্যা, অনিদ্রার সমস্যায় আরাম দেয় এই উষ্ণ জল। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সারা দিনের ক্লান্তি দূর করতে অনেকেই গরম জলে স্নান করেন। তবে চিকিতকেরা বলছেন, শরীর ভাল রাখতে ঠান্ডা জলে স্নান করারও উপকারিতা রয়েছে। ইদানীং বরফ-জলে স্নান করার একটা প্রবণতা হয়েছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। বয়স্কদের জন্য এই পন্থা একেবারেই ঠিক নয়। কিন্তু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা কলের জলে স্নান করা যেতেই পারে।

ঠান্ডা জলে স্নান করলে শরীরে কী কী উপকার হয়? ১) রোগ প্রতিরোধে- ঠান্ডা জলে স্নান করলে শরীর থেকে এক প্রকার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান নির্গত হয়। যার ফলে ঠান্ডা লাগা, সর্দি-কাশির মতো সাধারণ সংক্রামক ব্যধিগুলি ঠেকিয়ে রাখা যায়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত ঠান্ডা জলে স্নান করেন, তাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশ ভাল।

২) অবসাদ কাটাতে- ঠান্ডা জলে স্নান করলে যে মনসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, তার কোনও বৈজ্ঞানিক কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই। তবে অনেকেই বলেছেন, ঠান্ডা জলে স্নান করে অবসাদজনিত সমস্যায় আরাম মিলেছে। এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন স্তরে এখনও পরীক্ষামূলক গবেষণা চলছে। ৩) রক্ত সঞ্চালনে- শরীরে কোথাও আঘাত লাগলে বা রক্ত জমাট বেঁধে গেলে ঠান্ডা জল, বরফ দিতে বলা হয়। যাতে তাড়াতাড়ি রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে। শরীরে প্রদাহ কমাতে, কার্ডিয়োভাসকুলার নানা প্রকার রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে ঠান্ডা জলে স্নান।

৪) বিপাকহার উন্নত করতে- যাঁরা নিয়মিত ঠান্ডা জলে স্নান করেন, তাঁদের বিপাকহারের মান অন্যদের তুলনায় ভাল। ঠান্ডা জলে স্নান করার পর দেহের তাপমাত্রা কমে যায়। তা আবার আগের জায়গায় আনতে শরীরে জমা ফ্যাট পোড়াতে হয়। যা বিপাকহারেও গতি বাড়িয়ে তোলে।

দেবাশিস তেওয়ারী'র দুটি কবিতা

মহাজিজ্ঞাসার মুখে

মহাজিজ্ঞাসার মুখে মহানদী মহা-অন্ধকার
মিটিয়ে অন্ধধ্বনি সুর তোলে অবক্ষয় তীরে
দিনান্তের স্মৃতি নিয়ে যদি হাসি আমার কাকার
বেদনা শান্ত হয়, নত হয়, শরীরের শিরে

শিরোনাম নামহীন মহানাম নামাবলী নিয়ে
গাছে গাছে জল দেয় কীর্তনিয়া গৌরাঙ্গ গোঁসাই
মহাপরিচ্ছেদ শেষে মহাপরিচালক চিনিয়ে
আদিগন্ত তুলো ওড়ে, জল খোঁজে ফরমাসের ফাই

এভাবে ব্যস্তদিন মহাদিন দিনাতিদিনের
রথে রথে ঘুরে মরে আলাপন অন্ধকার ধ্বনি
বজরায় টানে না দাঁড় শিবাশিস জানে না মীনের
কোথায় লুকিয়ে থাকে গঞ্জহারা অন্ধের খঞ্জনী

রথী টিপছাপ

বাদকে বাদ দাও, আরে বিবাদ প্রবাদ
আখেরে শ্রীবাদতুল্য প্রথাগত ভেরী
কাঞ্চন কমলবর্ণ তার কোনও নাদ
থাকতে থাকতে গঙ্গা পায় ও-মা তো ভাগেরই

মায়া ভাগে, মায়া ভাগে যাতনার যম
জ্বালাপোড়া ধরে নেয় শরীরের কাদা
শরীর ওজনদরে খেতে চায় না ওম
কোথায়, কখন, কবে বাঁধা ছিল বাধা

বাঁধ ভাঙে বাধাহীন উপচে পড়ে জল
উথলে পড়ে ছোট ছোট ফড়িঙের আয়ু
নবতিবর্ষের শয্যা এখন দুর্বল
কোথায়, কখন, কবে ছিটকে পড়লে বায়ু

খবর গড়বে দেশ শব্দের বিলাপ
রথী ভাসে রতিহীন... রথী টিপছাপ...

বৃহস্পতিবার আগরতলায় সৈনিক দিবস পালন করেন স্টাইডের কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্রিস্টিয়ান সিনক্লেয়ার অবসরে গেলেন

ভ্যাঙ্কুবার, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন সর্বোচ্চ গোলের মালিক কানাডার জাতীয় দলের স্ট্রাইকার ক্রিশ্চিয়ান সিন ক্লিয়ার। এই মহিলা ফুটবলার জাতীয় দলের হয়ে রোনাল্ডোর চেয়ে প্রায় দেড় গুণ বেশি গোল করেছেন। গতকাল রাতে কানাডা জাতীয় দলকে বিদায় জানানোর সময় তার নামের পাশে লেখা ছিল ১৯০টি গোল। রোনালদোর চেয়েও ৬২ গোল বেশি!

তাকে বিদায় জানানো হয় কানাডার ভ্যাঙ্কুবারের বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে এক প্রীতি ম্যাচের মাধ্যমে। সেই প্রীতি ম্যাচের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ করেন ৪০ বছর বয়সী সিনক্লেয়ার। তাকে সম্মান জানাতে এক রাতের জন্য এই ম্যাচের ভেন্যুর নাম বদলে রাখা হয়েছিল ক্রিস্টিয়ান সিনক্লেয়ার প্লেস। মাঠে উপস্থিত প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক তাকে স্যালুট দেন, দাঁড়িয়ে সম্মান জানান।

বিজেপি সরকার এবং সে দলের মন্ত্রীরা সকলেই নারীবিদ্বেষী ও পুরুষতান্ত্রিক : মহুয়া মৈত্র

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বিজেপি সরকার ও বিজেপির মন্ত্রীদের সকলকেই নারীবিদ্বেষী ও পুরুষতান্ত্রিক আখ্যা দিয়েছেন মহুয়া মৈত্র। বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে মহুয়া বলেছেন, 'এমন নির্লজ্জ মন্ত্রীরা একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমন কথা বলতে পারেন, তাই ভারতের এই অবস্থা। বিজেপি সরকার এবং বিজেপির মন্ত্রীরা সকলেই নারীবিদ্বেষী ও পুরুষতান্ত্রিক এবং তারা মহিলাদের অপছন্দ করেন। তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত, কিন্তু তিনি এতটাই নির্লজ্জ যে তিনি তা করবেন না।' প্রসঙ্গত, বুধবার সংসদের অধিবেশনের ফাঁকেই গিরিরাজ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য দুনিয়ায় রয়েছেন। বাংলায় যখন গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে, তখন উনি ঠুমকা লাগাচ্ছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। উচিত নয়।" প্রসঙ্গত, 'ঠুমকা' নৃত্যশৈলীর একটি মুদ্রা। তবে তা সাধারণত খুব 'প্রশংসাসূচক' অর্থে প্রয়োগ করা হয় না। সেই সূত্রেই গিরিরাজের মন্তব্য শুনে অনেকের মনে হয়েছে, মমতাকে তির্যক আক্রমণ করতেই এ হেন শব্দ ব্যবহার করেছেন গিরিরাজ। এদিকে, গিরিরাজ সিংয়ের মন্তব্যের প্রতিবাদে এদিন সকালে সংসদ চত্বরে গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা। মহুয়া মৈত্র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শতাব্দী রায়, মৌসম বেনজির নূর, মালা রায় প্রমুখ।

অকাল বৃষ্টিতে মাথায় হাত চাষীদের

বাঁকুড়া, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : মিগজাউমের জেরে সারা জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে অকাল বর্ষণ।যার ফলে মাথায় হাত চাষীদের।এবছর বর্ষার ঘাটতি ও দেরীতে বর্ষার কারনে জেলায় চাষআবাদ অনেকটাই পিছিয়ে যায়।দেরীতে হলেও চাষ শুরু করে কোনও প্রকারে তা বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় কৃষকরা।বৃষ্টির জলের অভাবে পাম্প, স্যালো চালিয়ে কোনও প্রকারে রক্ষা করলেও প্রকৃতির রোষে সব শেষ হয়ে যাবার যোগাড়।জেলার অধিকাংশ এলাকাতেই ধান কাটা প্রায় শেষের দিকে।মাঠেই কাটা ধান পড়ে আছে, তো কোথাও কাটার তোড়জোড় চলছে।এই অবস্থায় গত কাল থেকে অবিরাম বৃষ্টি ভাবিয়ে তুলেছে চাষীদের।জমিতে জল জমে যাওয়ার কাটা ধান আর গোলায় তুলে আনা সম্ভব হবে না বলেই চাষীরা মনে করছেন।তাই তাদের চিন্তা বেড়ে গেছে।

এই অকাল বৃষ্টিতে আমন চাষ সব শেষ হয়ে গেল বলে মন্তব্য করেছেন চাষীরা।ওন্দার চাষী মোহিনী ঘোষ, সাগর ঘোষদের বক্তব্য বর্ষা সেরকম হোল না সময়ে, পরে অনেক কষ্ট করে স্যালোর সাহায্যে চাষ করে ও শেষ রক্ষা হোল না।ধারদেনা করে সার,ওষুধ কিনেছি, ধান বিক্রি করে শোধ করবো ঠিক করেছিলাম, এখন তো সব শেষ।কি হবে এবার প্রশ্ন তাদের।

জম্মুর স্কুলে বোমা হামলার হুমকি! মিলল না সন্দেহজনক কিছুই

জম্মু, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মুর একটি বেসরকারী স্কুলে বোমার হুমকির ফলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বুধবার ফোন করে বোমার হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দিলে পুলিশ এসে বেসরকারী স্কুলের ভিতরে ব্যাপক অভিযান চালায়।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, জম্মু শহরের কেন্দ্রস্থলে রেসিডেন্সি রোডে অবস্থিত স্কুলে তল্লাশি চালিয়ে কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়নি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ স্কুলের ভিতরে অভিযান চালায়। ফোন আসার পর একটি এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াড এবং ডগ স্কোয়াড সহ পুলিশের একটি দল স্কুলে পৌঁছে তল্লাশি অভিযান চালায়। পুলিশ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

দু"টি ভারতীয় আইআইটি বিদেশে নিজেদের ক্যাম্পাস খুলছে : ধর্মেন্দ্র প্রধান

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : দুটি মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) বিদেশে নিজেদের ক্যাম্পাস স্থাপন করতে প্রস্তুত, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বুধবার এই তথ্য জানান। বুধবার ধর্মেন্দ্র প্রধান রাজ্যসভায় প্রশ্নোত্তর পর্ব চলাকালীন জানান, আইআইটি দিল্লি আবুধাবিতে একটি ক্যাম্পাস উদ্বোধন করতে চলেছে। এছাড়া আইআইটি মাদ্রাজ আফ্রিকান দেশগুলির শিক্ষাগত চাহিদার সমাধানের জন্য জাঞ্জিবারে একটি আইআইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল, জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে ভারতীয় শিক্ষাগত উৎকর্ষের নাগাল প্রসারিত করা। এই পদক্ষেপটির ফলে ভারতীয় শিক্ষা ক্ষেত্রের মধ্যে আন্তর্জাতিকীকরণের উদ্যোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ভারতে ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে প্রধান বলেন, "অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে ভারতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দেশে মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আসাই আমাদের অগ্রাধিকার। আজ আমাদের শিক্ষার্থীরা বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এখন শুধু বিদেশী ইনস্টিটিউট ভারতে আসবে না, গুজরাট গিফট সিটিতে তাদের ইনস্টিটিউট খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছে দু"জন।'

কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত খরা কবলিত কর্ণাটককে আর্থিকভাবে সাহায্য করা : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত খরা কবলিত কর্ণাটককে আর্থিকভাবে সাহায্য করা, বলে বুধবার মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মাল্লিকার্জুন খাড়গে।

বুধবার সংসদে খাড়গে আরও বলেন যে, কর্ণাটকের কৃষকরা খরার কারণে সমস্যায় পড়েছেন। এই পরিস্থিতিতে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

বুধবার সংসদে কর্ণাটককে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করেন খাড়গে। তিনি জানান, কর্ণাটক গত ১২৩ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ খরার মুখোমুখি হয়েছে।

কর্নাটকে ২২৩টি তালুক খরায় আক্রান্ত হয়েছে এবং ১৯৬টি তালুক গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে।

ভবিষ্যতে এই রাজ্যে পানীয় জলের ঘাটতিও হতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা বলে বুধবার উল্লেখ করেন কংগ্রেস সভাপতি।

ঋণ পরিশোধের জন্য দুবারের বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিলের এই তারকার বাড়ি নিলামে বিক্রি হল!

সাওপাওলো, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): রোমা ও এসি মিলানের প্রাক্তন রাইট-ব্যাক ও ইতিহাসের একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে দুটি বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিলের কাফু দেনার দায়ে জর্জরিত। ফলে ব্রাজিলীয় এই লিজেন্ডকে দেনা মেটাতে ব্যাংক থেকে সময় দেওয়া হয়েছিল মাত্র ৪৫ দিন। ফলে ঋণ পরিশোধের জন্য সাও পাওলোতে তার বিলাসবহুল বাড়িটি নিলামে তোলা হয়েছিল।

বাধ্য হয়ে তিনি ৬৫ লাখ পাউন্ডের বাড়িটি মাত্র ৪০ লাখ পাউন্ডে বিক্রি করে দিলেন। সাওপাওলোতে ব্রাজিল লিজেন্ড-এর এই প্রাসাদোপম বাড়িতে রয়েছে একটি সিনেমা হল ও ফুটবল মাঠ।

ভুবনেশ্বর-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেসে আগুন, ধোঁয়ায় আতঙ্ক ছড়াল কটক স্টেশনে

কটক, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ওড়িশার কটক স্টেশনে আগুন লাগল ভুবনেশ্বর-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেসে (১২০৭৪)। ট্রেন থেকে ধোঁয়া নির্গত হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে কটক স্টেশনে। দমকল কর্মীরা অতি তৎপরতার সঙ্গে আগুন নিভিয়ে ফেলেন, আগুন নিভে যাওয়ার পর গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ট্রেনটি।

ভুবনেশ্বর থেকে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া যাচ্ছিল ১২০৭৪ ভুবনেশ্বর-হাওড়া জন শতাব্দী এক্সপ্রেস, ট্রেনটি কটক স্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলে একটি বগির নীচে আগুন দেখতে পাওয়া যায়। দ্রুত দমকল কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় কোনও যাত্রী হতাহত হননি বলে জানা গিয়েছে। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্রেক বাইন্ডিং-এর সমস্যার কারণে আগুন লেগেছে। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেনটি যখন স্টেশনে এসে পৌঁছয়, তখনই আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল, তাই দমকল কর্মী এবং আরপিএফ কর্মীরা জরুরি পরিস্থিতির সঙ্গে তা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন।

একজন যাত্রী বলেছেন, 'ট্রেনটি সকাল ৬.৩৫ মিনিটে কটক স্টেশনে পৌঁছয়। ট্রেনের নীচ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে দমকল কর্মীরা প্ল্যাটফর্মে ছুটে আসেন।

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমস্ত যাত্রীকে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। আগুন নেভাতে প্রায় ৩০ মিনিট লেগেছিল।' রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার এবং ফায়ার সেফটি টিমের কাছ থেকে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ চেক-আপ এবং অনুমতির পর ট্রেনটি কটক স্টেশন থেকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেলেন সচিন-বিরাট

অযোধ্যা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): নতুন বছরের ২২ জানুয়ারিতে উত্তর প্রদেশের অযোধ্যার রাম মন্দিরের রামলাল্লার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে। সেই মহৎ কাজের সাক্ষী হতে এই দুই কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলি আমন্ত্রিত হয়েছেন। রামলাল্লার প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের জন্য গোটা রাজ্যে উৎসব পালন করা হবে। এর পাশাপাশি ওই দিনটিতে উত্তর প্রদেশ সরকার ছুটি ঘোষণার কথাও চিন্তাভাবনা করছে।

বিশেষ দিনে সচিন-বিরাটের পাশাপাশি ৮০০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৯ জানুয়ারির মধ্যে চুড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে হাইকোর্টে

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ৯ জানুয়ারির মধ্যে সিবিআইকে তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মতো আগামী ৯ জানুয়ারি দু"মাসের সময়সীমা পূর্ণ হচ্ছে।

আদালতের আরও নির্দেশ, যাঁরা ২০১৬ সাল থেকে চাকরি করছেন এবং চাকরি নিয়ে প্রশ্নের মুখে নতুন করে মামলায় যুক্ত হয়েছেন, তাঁদের ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেদের বক্তব্য জানানোর জন্য নোটিশ দিতে হবে।

ডিসেম্বরের বেতন দেওয়ার আগে তাঁদের সবাই নোটিশ পেয়েছেন কি না তা দেখে নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন তাঁদের দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নেবে। চার জানুয়ারির মধ্যে মামলাকারীরা এঁদের বক্তব্যের পালটা উত্তর দেবেন। নয় জানুয়ারির পর নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলার শুনানি শুরু হবে ডিভিশন বেঞ্চে।

এ দিনের শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ না করলেও রীতিমতো ক্ষোভ উগড়ে দেন তাঁর বিরুদ্ধে।

তিনি বলেন, 'কোনও অনুমানের ভিত্তিতে দুর্নীতি আছে বলে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া যায় না।"

কল্যাণবাবু বলেন, "বিচারবিভাগীয় জুলুমবাজি যাকে বলে, সেটাই করেছে সিঙ্গল বেঞ্চ। কারও কথা শোনা হয়নি। সিবিআইয়ের জুজু দেখানো ছাড়া সিঙ্গল বেঞ্চের আর কোনও উদ্দেশ্য যেন ছিল না। রাজ্যের টাকা সবার টাকা। রাজ্য তো চায়নি চাকরি যাক। তাহলে কে চাইছে চাকরি যাক?' প্রশ্ন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর দাবি, সবার বক্তব্য আগে ভালো করে শোনা হোক।

রাজৌরিতে সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু, আহত ২২ জন

রাজৌরি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় জাতীয় সড়কে সড়ক পথ দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু এবং ২২ জন আহত হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার।

তথ্য অনুযায়ী, মানজাকোট থেকে রাজৌরিগামী একটি বাস রাজৌরি শহরের কাছে থান্ডিকাসি গ্রামের রাধাস্বামী আশ্রমের কাছে উল্টে যায়। বাসটি উল্টে যাওয়ার আগে দুটি গাড়িকে ধাক্কা দেয়। বাসের নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি মারা যান এবং ২২ জন আহত যাত্রীকে রাজৌরির সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে ১২ জন ছাত্র যারা স্কুলে যাচ্ছিল।

জিএমসি অ্যাসোসিয়েটেড হাসপাতালের রাজৌরির মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, ডাঃ মাহমুদ এইচ বাজার জানান, আহত বাইশ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বায়ুদূষণ থেকে নিস্তার নেই; দিল্লির বাতাসের গুণমান খারাপই, পারদ নামল ৯.২ ডিগ্রিতে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বায়ুদূষণ থেকে এখনও নিস্তার পেল না জাতীয় রাজধানী। বৃহস্পতিবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণমান থাকল খুব খারাপের পর্য্যায়েই। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০-র মধ্যে। এদিকে, রাজধানী দিল্লিতে পারদ নামল অনেকটাই। এদিন দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ধোঁয়াশা ও দূষণের কারণে অস্বস্তি বোধ করেছেন দিল্লিবাসী। আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪৮, অশোক বিহারে ৩২৩, দ্বারকা সেক্টর ৮-এ ৩০১, আইটিও-তে ৩১৩ ও জাহাঙ্গীরপুরীতে ৩৩৮। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এক ব্যক্তি এদিন বলেছেন, 'দূষণের মাত্রা এখন অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, দৃশ্যমানতা প্রভাবিত হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে মাথাব্যথাও হয়।'

বায়ুদূষণ থেকে নিস্তার নেই; দিল্লির বাতাসের গুণমান খারাপই, পারদ নামল ৯.২ ডিগ্রিতে

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): বায়ুদূষণ থেকে এখনও নিস্তার পেল না জাতীয় রাজধানী। বৃহস্পতিবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণমান থাকল খুব খারাপের পর্য্যায়েই। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০-র মধ্যে। এদিকে, রাজধানী দিল্লিতে পারদ নামল অনেকটাই। এদিন দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার সকালের দিকে ধোঁয়াশা ও দূষণের কারণে অস্বস্তি বোধ করেছেন দিল্লিবাসী। আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪৮, অশোক বিহারে ৩২৩, দ্বারকা সেক্টর ৮-এ ৩০১, আইটিও-তে ৩১৩ ও জাহাঙ্গীরপুরীতে ৩৩৮। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে এক ব্যক্তি এদিন বলেছেন, 'দূষণের মাত্রা এখন অনেক বেশি বলে মনে হচ্ছে। শ্বাস নিতে অসুবিধা হচ্ছে, দৃশ্যমানতা প্রভাবিত হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে মাথাব্যথাও হয়।'

পটনায় অমিত শাহের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন না মমতা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.) : আগামী ১০ ডিসেম্বর পটনায় পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের যোগ দিচ্ছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন সেখানে বসতে চলেছে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। যে বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

সীমান্ত নিয়ে এর আগে বহুবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে তৃণমূল । গরু পাচার নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের সব স্তরের নেতৃত্বকে ।আর সেই সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে কেন্দ্রের ঢাকা বৈঠকেই থাকছে না তৃণমূলনেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক এড়িয়ে তিনি যাচ্ছেন উত্তরবঙ্গ সফরে। তার বদলে এই বৈঠকে যোগ দেবেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।প্রসঙ্গত, পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদের মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং সিকিম। ২০১৮ সালের পরে গত বছর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির বৈঠক

ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব মমতা

কলকাতা, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লড়াই করেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার টাকা উদ্ধারের হুঁশিয়ারিও দিলেন তিনি।

বুধবার সাতদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "আমরা লড়াই করেই রাজ্যের বকেয়া টাকা আদায় করব।"

এর আগে নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, "বকেয়া টাকার দাবিতে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে আমরা দিল্লি যাব। সব এমপিকে নিয়ে যাব। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সময় চাইব। জনগনের টাকা জনগণকে ফেরৎ দেওয়ার দাবি জানাব। যদি উনি সময় না দেন, তাহলে দিল্লির রাস্তায় ধর্নায় বসব আমরা। রাস্তাই আমাদের রাস্তা দেখাবে।"

এদিন উত্তরবঙ্গ সফরের আগে বিমানবন্দের ওই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে এর আগে তিনবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। এবারেও আমরা দেখা করার প্রয়োজনীয় অনুমতি চেয়েছি।'

এর পরই জব কার্ড ইস্যুতে উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গ টেনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রের রিপোর্টই বলছে, ভুয়ো জব কার্ডের নিরিখে শীর্ষে উত্তরপ্রদেশ। অথচ ওদের ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা হয়নি। বেছে বেছে শুধু বাংলার টাকা আটকে রাখা হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়কে পরামর্শের সুরে বলেছেন, 'মমতাজিকে বলুন মোদীজির সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে।'

দেশে ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৩০০ গ্রামে মোবাইল সংযোগ রয়েছে : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): দেশে ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৩০০ গ্রামে মোবাইল সংযোগ রয়েছে। বুধবার সংসদে জানালেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক্স মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে, যোগাযোগ ও ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, সরকার দেশে ইন্টারনেট সংযোগ বাড়ানোর জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। ৩.৯৯ লক্ষ বেস ট্রান্স-রিসিভার স্টেশন, প্রায় ৭৩৮টি জেলা জুড়ে বিটিএস মোতায়েন-সহ ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুততম ৫জি পরিষেবার রোলআউট দেখেছে।

তিনি বলেন, বিটিএস ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ৬.৪৯ লক্ষ থেকে এই বছরের মার্চ মাসে ২৪.৪২ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ২৫.১৫ কোটি থেকে বেড়ে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ৮৮.২২ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

প্রিয়াঙ্গা গান্ধীর সফর ঘিরে বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** পদ্মলোচন ত্রিপুরা, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ড. সুপ্রিয় মল্লিক, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ, সিপাহীজলা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. দেবাশিস দাস প্রমুখ।

তৈবান্দাল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নবনির্মিত ১০ শয্যা বিশিষ্ট পাকা ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৮৩ লক্ষ ১০ হাজার ৩৬১ টাকা। ঊরমাই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টার কমপ্লেক্স নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৯ লক্ষ ৪ হাজার ৯১৮ টাকা।

প্রদেশ কংগ্রেস

● **প্রথম পাতার পর**

জেলা কংগ্রেস সভাপতি এডভোকেট অজিত দাস, ধর্মনগর কেন্দ্রের বিজিত প্রার্থী চয়ন ভট্টাচার্য কংগ্রেস নেতা আব্দুল বাছিত চৌধুরী সহ জেলা এবং মহকুমা স্তরের নেতা-নেত্রী বৃন্দ। সুদীপ রায় বর্মন দাবি করেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোট ভালো ফলাফল করবে। এই নির্বাচনে দুটি রাজ্য কংগ্রেস হারালেও লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস আবার ঘুরে দাঁড়াবে। মোটের ওপর সদ্য সমাপ্ত হওয়া নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের থেকে বেশি তা একটি শুভ লক্ষণ। তাছাড়া ষাটটির উপর আসনে কংগ্রেস দল তিন অঙ্কের সংখ্যা অর্থাৎ সামান্য ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। মিজোরামের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ভোট নতুন দল যারা ক্ষমতায় এসেছে তাদের পক্ষে গেছে তাই ফলাফলের নিরিখে কংগ্রেস পিছিয়ে পড়েছে। তবে লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে বিভিন্ন জেলায় উনার সফরকে কংগ্রেসকে সাংগঠনিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার প্রয়াস বলে তিনি বর্ণনা করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের ভালো ফলাফল হবে এবং কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করবে। রাজ্য বিরোধীরা একটা ভালো ফলাফল করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন সুদীপ রায় বর্মন। জেলা কংগ্রেস ভবন থাকতে কেন সার্কিট হাউসে সাংগঠনিক বৈঠক করা হলো তার উত্তরে তিনি বলেন জেলা কংগ্রেস ভবনের পাশে অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সভা চলায় শব্দের যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে, সেই ব্যঘার থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত পরিবেশে সাংগঠনিক বৈঠক করার জন্য সার্কিট হাউসে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট কংগ্রেস ভবনে একটি সভা রয়েছে বলে তিনি সরাসরি সেখানে চলে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

পুলিশের জালে

● **প্রথম পাতার পর** পরিবারের অভিযোগ, বলরামকে খুন করা হয়েছে। তাঁকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে মৃতের পিতা রতন সাহার তরফ থেকে রামনগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সাথে সাথে পুলিশ মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল। এ বিষয়ে রামনগর থানার ওসি রাকেশ বৈদ্য জানিয়েছেন, পুলিশী তদন্তে হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত পশ্চিম ভুবনবন এলাকার বাসিন্দা জয়ন্ত দেব (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। কিন্তু এখনো পর্যন্ত খুন করার আসল কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। তাঁকে আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। কারণ পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই হত্যাকান্ডে একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। তাকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অনেক তথ্য এবং খুনের কারণ জানা যাবে জানান ওসি রাকেশ বৈদ্য।

প্রেমিকের আত্মহত্যা

● **প্রথম পাতার পর** হাসপাতালে স্থানান্তর করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না, আজ সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সায়ন। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদেী হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আত্মঘাতী নাবালক প্রেমিকের জিবি হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়। ছেলে হারা বাবা সুষ্ঠু বিচারে দাবি জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিরোধী জোটকে কটাক্ষ জেডিইউ সাংসদের

পাটনা, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : চা ও সিঙ্গারার মধ্যে সীমাবদ্ধ বিরোধীদের 'আইএনডিআই' জোট ! এনডিএ নয়, এমনই সমালোচনা শোনা গেল নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইডের পক্ষ থেকে। জোট চা ও সিঙ্গারার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে বলে কটাক্ষ করলেন জেডিইউ সাংসদ সুনীল কুমার পিন্টু। সেই সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করেছেন তিনি। "মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়", তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রমাণিত করেছে বলেও দাবি করেছেন জেডিইউ সাংসদ।

গত ৩ ডিসেম্বর তেলেঙ্গানার পাশাপাশি মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়। সেখানে তিন রাজ্যে ব্যাপক সাফল্য পায় বিজেপি। এরপরেই প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় মেতে ওঠেন জেডিইউ সাংসদ সুনীল কুমার পিন্টু। নীতীশের দলের সাংসদের মুখে মোদীর প্রশংসা শুনে বিহার জুড়ে পড়ে যায় শোরগোল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করে পিন্টু বলেছিলেন যে হিন্দিভাষী রাজ্যের লোকেরা মোদীকে বিশ্বাস করেছেন। সেই সঙ্গে জনগণ কী চাইছেন, তা বুঝতে ও বিবেচনা করতে হবে বলেও পরামর্শ দেন। জেডিইউ-র বিধায়ক হলেও, তার মন যে বিজেপি সাথে, তারও দিয়েছিলেন ইঙ্গিত।বিজেপি ও মোদীর প্রশংসা করার পাশাপাশি বিরোধীদের 'আইএনডিআই' জোটকেও নিশানা করতে ছাড়েননি জেডিইউ সাংসদ। তিনি বলেন, বিরোধী জোটের বৈঠকে লোকসভা লড়াইয়ে পরিকল্পনা এবং আসন রফা নিয়ে কোনও আলোচনা হয়না। বৈঠক চা ও সিঙ্গারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে দাবি করেন।দলীয় সাংসদের এই হেন আচরণে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে নীতীশের দল জেডিইউ-তে। পিন্টুর মন্তব্যের নিন্দা করে দলের তরফে দেওয়া হয়েছে একটি বিবৃতিও। মন্তব্য সাংসদের নিজস্ব মত বলে দাবি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকলে, এখনই সাংসদ পদ ছাড়ার জন্য পিন্টুকে দেওয়া হয়েছে পরামর্শ।

মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কমল নাথ

ভোপাল, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন কমল নাথ। সদ্য শেষ হওয়া মধ্যপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবি পরেই দলের প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন কমল নাথ। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। তাঁর জায়গায় পরবর্তী সভাপতি কে হবেন, দল সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হয়েছে গত রবিবার। মধ্যপ্রদেশে ২৩০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছে মাত্র ৬৬টি আসনে। বিজেপি পেয়েছে ১৬৩টি আসন। এর পর মঙ্গলবার কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দিল্লিতে গিয়ে দেখা করেন কমল নাথ। দীর্ঘ ক্ষণ তাঁদের বৈঠক চলে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়ার বিষয়ে সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, এ বার মধ্যপ্রদেশে কোনও তরুণ নেতাকে দায়িত্ব দিতে পারেন রাহুল গান্ধীরা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লোগো উন্মোচন

দুবাই, ৭ ডিসেম্বর(হি.স.): আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজস্ব ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের পেজে একযোগে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লোগো প্রকাশ করেছে আইসিসি। এই লোগো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে নতুন ব্র্যান্ড হিসেবে পরিচিত করে তুলবে। এই আশা আইসিসির মহাব্যবস্থাপক ক্লেয়ার ফারলংএর।বিশ্বকাপের লোগোতে নকশায় যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের তালগাছ ও রঙিন ফিতার নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে একটি স্বতন্ত্র কারুকার্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।লোগো উন্মোচন উপলক্ষে আইসিসি একটি দেড় মিনিটের ভিডিও প্রকাশ করেছে। সে ভিডিওতে বলা হয়েছে, তিনটি এমন জিনিস থেকে লোগোটি তৈরি করা হয়েছে যা টি-টোয়েন্টিকে সংজ্ঞায়িত করে- ব্যাট, বল এবং শক্তি। আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এটিই হল লোগোর নতুন রূপ।

এলাকাবাসী

● **প্রথম পাতার পর** এলাকাবাসী। তাই পুলিশের ভূমিকা এবার হাতে তুলে নিয়েছে এলাকাবাসী।যেখানেই অভিযুক্তদের পাবে কিভাবে হাত-পা বেঁধে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশকে বাধ্য করবে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে বিশালগড় বাইপাসে চুরি, ছিনতাই -এর ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। চরম অবনতি হয়েছে এলাকার আইনশৃঙ্খলা। সরকার এবং প্রশাসনের চরম গাফিলতি এবং প্রশ্রয়ের কারণে আতঙ্কের অপর নাম হয়ে উঠেছে বিশালগড় বাইপাস।

সন্ধ্যার পর থেকে এলাকাজুড়ে চলে অসামাজিক কার্যকলাপ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশের নেই নিয়মিত টহলদারি। এদিকে বুধবার রাতে এলাকার বিধায়ক পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে বাইপাসের গিয়ে বলেন কোন অসামাজিক কাজ দেখলেই উনাকে ফোন করার জন্য। বাইপাস নিয়ে লাগাতার অভিযোগ উঠলেও পুলিশ ঠুটু জগন্নাথ। এখন প্রশ্ন হল সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে বিশালগড়ে।

কৃষিমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** হচ্ছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণমী রতনলাল নাথ ও কনভেনার হচ্ছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা। কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন আইন সচিব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব, আরক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমী রতনলাল নাথ আরও জানান, আজ এই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬টি আবেদনপত্রের পর্যালোচনা করে ৩টি পরিবারে চাকরি দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। তিনি জানান, ২০১৮ সালের ৯ মার্চের আগে যাদের পরিবার রাজনৈতিক সাসের শিকার হয়েছে কিন্তু এখনও পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারি সহায়তার জন্য আবেদন করেননি তারাও সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে পারবেন।

মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ ডিসেম্বর।। খেলো ত্রিপুরা, সুস্থ ত্রিপুরা এরই অঙ্গ হিসেবে আজ থেকে শুরু হয় রাজ্য ভিত্তিক অনূর্ধ সতের স্কুল মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৩ / ২৪ নয়ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে, এই টুর্নামেন্টের বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন হয় বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হলে। প্রতিটি জেলার পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধনী সংগীত সহ অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্জলন ও চারা গাছে জল সিঞ্চনের মধ্যে দিয়ে তিন দিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের সূচনা হয়,উদ্বোদনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাকলি দাস দত্ত,বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার ,ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চ্যায়রপার্সন বকুল দেবী দেবনাথ,দক্ষিণ জেলা স্কুল বোর্ডের সদস্য গৌতম সরকার, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সহ অন্যন্য অতিথিগন,আটটি জেলা থেকে মোট নয়টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশ গ্রহন করে এই দিনের আয়োজিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন মঞ্চে যোগা র্পদশন করে ছোট ছোট শিশুরা, এই তিন দিন ব্যাপী টুর্নামেন্ট হবে বিলোনিয়া বিকেআই স্টেডিয়ামে, আজকে ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে গোমতী জেলা বনাম সিপাহীজলা জেলা।

কাঁকসায় অভিষেকের দেওয়া পারিশ্রমিক পেলেন বিজেপিকর্মী খুনে অভিযুক্ত, নগদে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক

দুর্গাপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) কেন্দ্রীয় 'বঞ্চনা'র বিরুদ্ধে এবং 'বকেয়া' মেটানোর দাবিতে অভিষেকের ডাকে সাড়া দিয়ে যে সব শ্রমিকেরা দিল্লিতে আন্দোলন করতে গিয়েছিলেন। তাঁদের পাওনা টাকা মেটানো শুরু হয়েছে। "বঞ্চিত'দের হাতে 'বকেয়া' তুলে দিচ্ছেন অভিষেকের 'প্রতিনিধি'রা। সেই মতো দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছে ১০০ দিনের কাজের পারিশ্রমিক! আর ওই পারিশ্রমিকের টাকা পেলেন কাঁকসায় বিজেপিকর্মী খুন অভিযুক্ত তৃণমূলকর্মী। আর তাতেই শুরু হয়েছে বিস্তর জল্পনা। এমনকি নগদে ওই পারিশ্রমিক দেওয়া নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক।

উল্লেখ্য, ১০০ দিনের কাজ-সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বকেয়া টাকার দাবিতে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। গত ২-৩ অক্টোবর দিল্লিতে আন্দোলন করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে দলের নেতাকর্মীরা ছাড়াও রাজধানীতে গিয়েছিলেন বহু তৃণমূলকর্মী ও 'বঞ্চিত' শ্রমিক। অভিযোগ, কাজ করেও তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য মজুরি পাননি। শুধু ১০০ দিনের কাজ নয়। আবাস যোজনা, গ্রামসড়ক যোজনার টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে বলে দাবি তৃণমূলের। সম্প্রতি, দিল্লিতে যাওয়া শ্রমিকদের বকেয়া মেটাতে শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। টাকার সঙ্গে তাঁদের কাছে যাচ্ছে একটি করে চিঠি। তাতে অভিষেক লিখেছেন, "প্রতিশ্রুতি মতো আর্থিক সাহায্য পাঠালাম। সপরিবার ভাল থাকুন। লড়াইয়ে থাকুন। মা-মাটি-মানুষের আন্দোলনে থাকুন। বকেয়া আদায়ের এই অধিকারের লড়াই চলতে থাকবে। জনবিরোধী, বাংলাবিরোধী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমরা জিতবই।" পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় বিজেপিকর্মী খুনে অভিযুক্ত তৃণমূলকর্মীও ওই পারিশ্রমিক পেলেন। আর ওই পারিশ্রমিকের টাকা প্রদান নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। জানা গেছে, ওই তৃণমূলকর্মীর নাম সুকুমার সাহা। কাঁকসার সরস্বতীগঞ্জ গ্রামের বাসিন্দা। সুকুমারবাবুর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সাহা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা।

উল্লেখ্য, গত ২০১৮ সালের ৮ ডিসেম্বর রাত্রে কাঁকসার সরস্বতীগঞ্জে মিটিং সেরে ফেরার পথে দুস্কৃতীদের গুলিতে খুন হয় সন্দীপ ঘোষ নামে এক বিজেপিকর্মী। তাঁর বাড়ী কাঁকসার রূপগঞ্জ। ওই গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতি ছিল। ঘটনার পর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ঘটনায় অভিযুক্ত জাহারুল মিদ্যা ওরফে কাংলা, সুকুমার সাহা ও হিরন গ্রেফতার হয়। পুলিশের চার্জশিটে তাদের নামও রয়েছে।

কয়েকদিন আগেই সুকুমার সাহার বাড়িতে গিয়ে অভিষেকের দেওয়া চিঠি পারিশ্রমিক তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁকসা ব্লক সভাপতি ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন,' অভিষেকের ডাকে সাড়া দিয়ে যেসব শ্রমিকরা দিল্লি গিয়েছিলেন, তাদের বকেয়া পারিশ্রিমক টাকা দেওয়া হচ্ছে। কাঁকসা ব্লকে সেরকম ১০ জন রয়েছেন। তার মধ্যে ৬ জন পারিশ্রমিক টাকা নিয়েছেন। বাকি ৪ জন নেয়নি।' তবে এই না নেওয়া শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে আর এক অভিযুক্ত জাহারুল মিদ্যা। তিনি কাঁকসার আকোন্দারার বাসিন্দা। তবে অভিষেক কী ভাবে কোথায় এই টাকা পাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। দুর্গাপুরের বিজেপি বিধায়ক লক্ষন ঘড়ুই বলেন,' এসব টাকার উৎস কি আছে? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট কিম্বা চেক মাধ্যমে না দিয়ে নগদে কেন দেওয়া হচ্ছে?' তিনি বলেন,' এসব কয়লা, বালি চুরির কালো টাকা। তাই এভাবে নগদে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রের সরকারি প্রকল্পে রাজ্যের গরিব মানুষের প্রাপ্য থেকে বঞ্চনা করে, তাদের প্রাপ্য থেকে কাটমানি নিয়ে বকেয়া পারিশ্রমিকের নামে দলের কর্মীদের দেওয়া হচ্ছে। কোন অসহায় গরিব পরিবারকে না দিয়ে সুকুমার সাহার মতো বিজেপিকর্মী খুনে অভিযুক্তদের দেওয়া হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন,' মানুষ সবই দেখছে। নগদে দেওয়া এই অর্থের উৎস উদঘাটনে ইডি তদন্তের দাবী জানাচ্ছি।'

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁকসা ব্লক সভাপতি ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য জানান,' অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। বিচারধীন। ১০০ দিনের কাজের ভুয়ো জবকার্ড দেশের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে বেশী বেরিয়েছে। চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। পিএম ফান্ডের টাকার হিসাব সুপ্রিম কোর্টে দেবে না বলেছে কেন্দ্র। রাম মন্দিরে কোটি কোটি টাকার উৎস কি? বিজেপি জবাব দিক'

নিম্নচাপের জেরে গলসীতে জলে নষ্ট পাকা ধান, মাথায় চাষীদের

দুর্গাপুর, ১৪ ডিসেম্বর (হি. স.) "একেই বলে পাকা ধানে মই।" নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিতে পাকা ধান নষ্ট হচ্ছে জমিতে। তাতেই মাথায় হাত পড়েছে শস্যগোলা পুর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকের চাষীদের। কবে কাটবে নিম্নচাপ, দুঃশ্চিন্তায় প্রহর গুনছে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা। তবে চাষের ক্ষতিতে নজর রাখছে গলসী-১ নং ব্লক প্রশাসন। ধান উৎপাদনে প্রায়ই দেশের শীর্ষস্থানে থাকে গলসী। দামোদর উপকুলবর্তী সেচের সুবিধা থাকায় বছরে দু-বার ধান চাষ হয়। এছাড়াও শীতকালিন আলু, সব্জি চাষও হয়। চলতিবছর একের পর এক ঘুর্নী ঝড়ের চোখ রাঙানি থাকলেও বর্ষায় চাষে বৃষ্টির জলের খামতি ছিল ন। গলসী-১ নং ব্লক কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মরশুমে প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার হেক্টর জমি আমন ধান চাষ হয়েছে। ভাল চাষ হলেও গত দুদিনের টানা নিম্নচাপের জেরে অনেক চাষীরই মাথায় হাত পড়েছে। ব্লকের শিড়রাই, পারাজ, লোয়া-রামগোপালপুর, লোয়া কৃষ্ণরামপুর, চাকতেঁতুল, রনডিহা, নক্করবাঁধ, কসবা মানাচর, সোদপুর মানাচর সহ বেশ কিছু এলাকায় ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। একই অবস্থা বুদবুদের কুপুই নদীর তীরবর্তী পান্ডুদহ, বেলেডাঙা এলাকায়।

জানা গেছে, ওইসব এলাকায় মুলত কম সময়ের উচ্চফলনশীল প্রজাতি ধান চাষ হয়েছিল। ধান কাটার পরই ওই জমিতে আলু চাষ হয়। সেই মত ধান কাটা শুরু হয়েছিল কিছু জমিতে। আবার কোথাও ধান কাটা পড়ে ছিল। কিন্তু নিম্নচাপের বৃষ্টিতে সেসব পাকা ধানে মই দেওয়ার মত অবস্থা। ধান ভর্তি মাঠ জলমগ্ন। আবার কেথায় জলে নষ্ট পাকা ধান। ক্ষতিগ্রস্থ পান্ডুদহ গ্রামের বিপ্লব ঘোষ, বাপ্পা মন্ডল, প্রশান্ত মন্ডল প্রমুখ চাষীরা জানান,' অনেক আশা নিয়েছিলাম। এবারে ভাল ফলনে মুনাফার আশা দেখব। কিন্তু নিম্নচাপে মুনাফার বদলে চরম ক্ষতি হল এই বৃষ্টিতে। সরকারের কাছে অর্তি ক্ষতিপুরনের ব্যাবস্থা করুক।' গলসী-১ নং ব্লক কৃষি দফতর জানিয়েছে,' চলতি মরশুমে ব্লকে প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়েছিল। কিছু জমিতে ধান পেকে ছিল। ধান কাটাও হয়েছে। ক্ষতির পরিমানের তালিকা তৈরী হচ্ছে।' গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান,' গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। ক্ষতির পরিসংখ্যন তৈরী করা হচ্ছে। ব্লকের সবক"টি পঞ্চায়েতকেও সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।'

বাঙালি সাজে পাহাড়ি বধূ, বরের পরনে গোর্খা পোশাক, সম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোর বিয়ে

কার্শিয়াং, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো আবেশ এবং তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিকা দীক্ষা। দুজনেই পেশায় চিকিৎসক। পূর্ব ঘোষণা মত বৃহস্পতিবার কার্শিয়াংয়ের কমিউনিটি হলে আবেশ-দীক্ষা বাগদান ও বিবাহপর্ব সুসম্পন্ন হল। বাঙালি সাজে পাহাড়ি বধূ। আর বরের পরনে ছিল গোর্খা পোশাক। নেপালি রীতি মেনে দিনভর নানা অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন দুই পরিবারের সদস্যরা। বিয়ের পর যুগলে আশীর্বাদ নিতে যান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। ১০ তারিখ কলকাতায় বধূবরণ অনুষ্ঠান।

এদিন, লাল টুকটুকে বেনারসি, সোনার গয়না, এক ঝলক দেখলে বোঝার উপায় নেই নববধূ পাহাড়ি কন্যা। অন্যদিকে, বরের পড়নে সম্পূর্ণ গোর্খা সম্প্রদায়ের পোশাক।ঐতিহ্য মেনে সঙ্গে রয়েছে খুকরিও। শুধুই যে বর কনে এমন সেজেছেন তা নয়, বরযাত্রীরাও সকলেই সেজে উঠলেন নেপালি ঐতিহ্যের ছোঁয়ায়। অভিষেক থেকে ফিরহাদ কেউই বাদ গেল না সেই তালিকা থেকে। সোনার হার দিয়ে নতুন বউমাকে আশীর্বাদ করলেন শ্বশুরমশাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে বরকর্তা ফিরহাদ হাকিম প্রদীপ, দুর্বায় স্বাগত জানালেন পাহাড়ি মেয়েকে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো আবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কার্শিয়াং এর মেয়ে দীক্ষা ছেত্রী। পড়তে গিয়ে আলাপ দুজনের। তারপর প্রেম, প্রেম পর্ব শেষে পরিণয়। দুজনেই পেশায় চিকিৎসক। পূর্ব ঘোষণামতো বৃহস্পতিবার কার্শিয়াংয়ের কমিউনিটি হলে আবেশ-দীক্ষা বাগদান ও বিবাহপর্ব সুসম্পন্ন হয়। এদিন সকাল থেকেই রাজকীয় বিয়েকে কেন্দ্র করে ছিল উৎসবের মেজাজ। ঠান্ডা উপেক্ষা করে পরিবারের মেয়েরা বিয়েবাড়ির সাজে সেজে উঠেছিলেন। ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে সেজেছিলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেকও। নেপালি রীতি মেনে দিনভর নানান অনুষ্ঠান উপভোগ করেন দুই পরিবারের সদস্যরা। মন্ত্রী গৌতম দেব, তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তীরাও গোর্খা টুপি পরে উপস্থিতি ছিলেন বিয়ের অনুষ্ঠানে। বিয়ের পর যুগলে আশীর্বাদ নিতে যান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। আগামী ১০ তারিখ কলকাতার ইকো পার্কে হবে বধূবরণ।

রেবন্তের বিতর্কিত মন্তব্য, আক্রমণ বিজেপির

হায়দরাবাদ, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) বিহারের তুলনায় তেলেঙ্গানার ডিএনএ অনেক ভালো। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পরেই এমন বিতর্কিত মন্তব্য করলেন রেবন্ত রেড্ডি। কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরের দাবি, এই কথা বলে দেশবাসীর মধ্যে বিভেদ ঘটাতে চাইছে কংগ্রেস।

প্রথমবার তেলেঙ্গানায় সরকার গড়েছে হাত শিবির। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর শপথ গ্রহণের দিনই ধাক্কা খেল তারা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেড্ডি বলেন, "কেসিআরের ডিএনএ বিহারের। বিহার থেকে বিজয়নগর হয়ে ওরা তেলেঙ্গানায় এসেছিল। কিন্তু আমার ডিএনএতে রয়েছে তেলেঙ্গানা। আর বিহারের চেয়ে তেলেঙ্গানার ডিএনএ অনেক ভালো।" এই মন্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই পালটা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। সাংসদ রবি শংকর প্রসাদ বলেন, "দেশে ভাঙন ধরাতে চাইছে কংগ্রেস। বিহারের ডিএনএ কি তেলেঙ্গানার চেয়ে দুর্বল? সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এই কথা শুনেও চুপ কেন?"কংগ্রেস নেতার মন্তব্যের পরেও নীতীশ কুমার চুপ কেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপিনেতা অশ্বিনী চৌবেও। তিনি বলেন, "বিহারের ডিএনএ খুবই ভালো, সেটা গোটা দেশের মানুষ জানে। কিন্তু একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এমন মন্তব্য খুবই উদ্বেগের। তা সত্ত্বেও নীতীশ কুমার চুপ করে রয়েছেন। তবে মানুষই এই মন্তব্যের জবাব দেবেন।"

৩টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ ২ যুবক গ্রেফতার

কোচবিহার, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) :কোচবিহারে গ্রেফতার তিনটি দেশি পিস্তল সহ দুই দুস্কৃতী। বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, কোচবিহার জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ কোচবিহার শহরের গোরস্থান মোড় থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে।পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ ডাবরি মোড়ের অভিজিৎ দাস ও শহর সংলগ্ন বিনপট্টির বাসিন্দা মঙ্গল বিন্দকে ধরে ফেলে। তাঁদের কাছ থেকে তিনটি দেশি ওয়ান শাটার পিস্তল ও দুই রাউন্ড কার্তুজ মিলেছে। ধৃতদের এদিন কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার বলেছেন, 'ধৃতরা কী উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি মজুত করেছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বিএসপি নেতা অনুপম দুবের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

কানপুর, ৭ ডিসেম্বর (হি. স.) : চলন্ত ট্রেনে পুলিশ আধিকারিককে গুলি করে খুনের ঘটনায় ২৭ বছর পর ফারুখাবাদের প্রাক্তন বিএসপি নেতা অনুপম দুবেকে দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত। এই মামলায় তার বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকার জরিমানা ধার্য করেছে আদালত।ডিজিসি ক্রিমিনাল দিলীপ কুমার অবস্থি বলেন, ১৯৯৬ সালের ১৪ মে ইন্সপেক্টর রাম নিবাস যাদবকে আনোয়ারগঞ্জ স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ফারুখাবাদের প্রাক্তন বিএসপি নেতা অনুপম দুবে, তার চাচা কৌশল দুবে এবং নেম কুমার ওরফে বিলাইয়ার বিরুদ্ধে ট্রেনের গার্ড আর কে বাজপেইয়ের তরফ থেকে একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

কাঞ্চনপুরে

● **আটের পাতার পর**

জন্য ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়েছে ঐ সংস্থা তিন মাস ডিম সরবরাহ দিয়ে তা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু এডিসির খুমলুং প্রশাসন ঐ সংস্থার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় নি। এমনকি স্থানীয় ভাবে সিডিপিওকে ডিম কেনার জন্য ফান্ড দিচ্ছে না। এডিসি প্রশাসনের সমাজ শিক্ষা এবং সমাজ কল্যান দপ্তরের তুঘলকি কাজের কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে কাঞ্চনপুর আইসিডিএস প্রজেক্টের পুষ্টি প্রকল্প। এদিকে দেখা যাচ্ছে দরপত্র অনুযায়ী সমাজ শিক্ষা এবং সমাজ কল্যান দপ্তরের প্রিন্সিপাল অফিসার সুধন দেববর্মা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ডিম এবং সোয়াবিন সরবরাহের জন্য একটি সংস্থাকে ওয়ার্ক অর্ডার দেয়।

কিন্তু গত ছয় মাস তারা ডিম এবং সোয়াবিন সরবরাহ করতে পারে নি। তার পরও ঐ সংস্থাকে কেন কালো তালিকা ভুক্ত করা হয় নি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডিম সরবরাহ বন্ধের কারণে কাঞ্চনপুর প্রজেক্টের সব কয়টি অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রে পুষ্টি প্রকল্প লাঠে উঠেছে।

অঙ্গন

আজ থেকে কোচবিহার ট্রফির মুম্বাই ম্যাচ

ঘরের মাঠে জয়ের লক্ষ্যে মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আবহাওয়া কিন্তু পক্ষে নেই। চূড়ান্ত প্রস্তুত ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। সফরকারি মুম্বাই দলের খেলোয়াড়রাও প্রস্তুত। তবে শেষ দিনের প্রস্তুতি হিসেবে আজ, বৃহস্পতিবার আউটডোর প্র্যাকটিসে কিছুটা ছন্দপতন ঘটেছে। দিনভর ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি নিয়মিত প্র্যাকটিসে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। আগামীকাল সকাল সাড়ে আটটায় নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ড আদৌ খেলার উপযুক্ত হয়ে উঠবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে অনিশ্চিত আবহাওয়া, অনিশ্চিত ক্রিকেটকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখেই এগোচ্ছে। বিসিসিআইয়ের ম্যাচ ব্যবস্থাপন্যা দায়িত্বে থাকা ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত। কোচবিহার ট্রফিতে ত্রিপুরার চতুর্থ ম্যাচ মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। খেলা আগরতলার নরসিংগড়স্থিত পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। খেলা হবে আগামীকাল থেকে। চার দিনের ম্যাচ। নির্ধারিত ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। গ্রুপ লীগে দুই দলেরই চতুর্থ ম্যাচ। প্রথম দুই ম্যাচে ইনিংসে হারার পর তৃতীয় ম্যাচে ড্র হলে প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে থাকায় এক পয়েন্ট পেয়ে গ্রুপ লিগে একেবারে সর্বশেষ স্থানে ত্রিপুরা রয়েছে। অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফিতে চার দিনের ম্যাচে এ ধরনের পরাজয় ত্রিপুরার পক্ষে এক প্রকার ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে চন্ডিগড় ও বিদর্ভের বিরুদ্ধে ইনিংস সহ একপ্রকার গো-হারা হারের পর তৃতীয় ম্যাচে গোয়ার সঙ্গে অমীমাংসিত খেলায় ১ পয়েন্ট পেয়েছিল। তিন ম্যাচ থেকে ১৪ পয়েন্ট পেয়ে কোশেন্টের নিরিখে দ্বিতীয় শীর্ষে থাকা মুম্বাইয়েরও ইচ্ছে রয়েছে সফরকালে ত্রিপুরাকে ঘরের মাঠেই চাপে রেখে পুরো পয়েন্ট কুড়িয়ে নিতে। আগামীকাল থেকে ম্যাচ। মাঠে কি হয়, আবহাওয়া কেমন থাকে, এখন তাই দেখার বিষয়।

WALK-IN INTERVIEW

A Walk In Interview will be held for filling up of 1 (one) Yoga Teacher on contractual /part time basic In PM SHRI Nabachandra C.P SB School, Jampuijala, Sepahijala, Tripura. The interested candidates who fulfill the criteria may submit Bio Data along with plain paper application with necessary documents to the office of the undersigned on 14/12/2023 at 9:00 AM TO 11:00 AM

ELIGIBILITY CRITERIA: -

1. Applicant must be in possession of permanent Certificate of Tripura.
2. Applicant must be in possession of age proof Certificate.
3. Applicant must be in possession of Diploma/Graduation Certificate in Yoga/Sports Or Candidatemust be a graduate in any discipline with certificate of participation (District/ State/National) in relevant field.
4. Age of applicant should be between 18 to 40 years, 5(five) years relaxation for ST/SC/PH candidate.

TERMS & CONDITIONS OF ENGAGEMENT: -

1. The engagement will be purely temporary basis no work no pay basis.
2. The temporary engagement cannot be claimed for regularization of service.
3. The engagement may be continued or discontinued at any time depending upon the quality of service rendered/ requirement/non-requirement the school and availability of fund.
4. The honorarium is Rs 200(Two Hundred) only per class. maximum 30 classes in a month.
5. No TA/DA is admissible for appearing the Interview

DATE OF INTERVIEW :- 14/12/2023 AT 9:00 AM TO 11:00 AM IN PM SHRI Nabachandra CPSB School, Jampuijala, Sepahijala, Tripura

Kalam Hossain
Teacher In-Charge
PM SHRI Nabachandra CP SB School
Jampuijala, Sepahijala, Tripura

ICA/D-1386/23

টেবিল টেনিস সংস্থার কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা টেবিল টেনিস এসোসিয়েশনের পরিচালন কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। আজ, রবিবার শহরের এক অভিজাত হোটেলে সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে পুনর্গঠিত কমিটিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হিসেবে যথাক্রমে কিশোর বর্মন, অজয় দত্ত এবং রাজীব রায় নির্বাচিত হয়েছেন। বৈঠকে ৪২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে সংস্থার পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়েছে।

NOTICE FOR CONTRACTUAL ENGAEMENT

Applications are invited from the bonafide residents of Tripura for walk-In Interview for Contractual part-time basis of (one) Yoga Teacher in PM SHRI N.C.INSTITUTION, Sonamura, Sepahijala, Tripura. The interested candidates who are eligible may apply along with filled up bio-data with necessary documents in a Plain paper to the office of the undersigned on or before 15/12/2023 by 1pm.Incomplete applications without required documents shall be rejected.

Date of interview	Place	Time
18/12/2023	PM SHRI N.C.INSTITUTION,Sonamura,Sepahijala	11:30 AM

Eligibility criteria:-

1. Candidate must be domicile of Tripura.
2. Age, 18-40 yrs., upper age relaxation up to Syears for SC/ST/PH Candidates.
3. Candidates must be Madhyamik passed and Degree/Diploma certificate in the field of Yoga.

Terms and Conditions:-

1. The engagement will be temporary and no work no pay basis.
2. The temporary engagement cannot be claimed for regularization of service.
3. The engagement may be continued or discontinued anytime depending upon the quality of service rendered by the candidate.
4. Continuation of service is also depending upon the availability of fund.
5. The Remuneration is Rs. 200, (Two Hundred) only per Class (Maximum 30 Classes in a Month)
6. The authority reserves the right to make changes in the advertisement if required.
7. No TA/DA is admissible for appearing the interview.

DR. Nirmal Kanti Kar
Headmaster
Head of office and D.D.O
PM SHRI N.C.INSTITUTION
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA/D-1390/23

PNIeT NO- 48/EE/PWD(DWS) /AMB/2023-24

The Executive Engineer, DWS Division Ambassa, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T-_20/SE/DWS/C/AMB/2023-24	Rs. 8803420.00	26-12-2023
2	DNIe-T-_21/SE/DWS/C/AMB/2023-24	Rs. 8803420.00	

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. H. Chakma)
Executive Enigneer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-3489/23

PNIT NO: e-PT- XXXVIIN/EE/RD/ABS/2023-24 DATED-29/11/2023

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 12/12/2023 for 02(Two) nos. Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any snbeea font corrigendum will be available in the website only.

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA/C-3486/23

PNIeT No: 67 / EE/CCD/PWD/2023-24 Dated. 01/12/2023

5. The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the ' Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State Public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPED/Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Name of work:- Special renovation of chamber with toilet of Hon'ble Chief Justice of High Court of Tripura alongwith extension and renovation of others two Hon'ble Judges chamber with toilet under Chamber Complex Division, PWD, Agartala.(2 Call) For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeTNo: 38/DNIT/ EE/CCD/PWD/2023-24
Estimated Cost: Rs/- 27,52,600.00 Earnest Money: Rs/- 55,052.00and Time for completion will be 60 (Sixty) Days.
Last date & time for online Bidding: 15 /12/2023 Upto 3.00 PM

Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings), Agartala, West Tripura

ICA/C-3481/23

স্কুল স্পোর্টস গার্লস ফুটবলের উদ্বোধনী ম্যাচে গোমতী জেলা জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। জয় দিয়ে দারুন সূচনা গোমতী জেলা দলের। অনূর্ধ ১৭ মেয়েদের ফুটবল টুর্নামেন্টে উদ্বোধনী ম্যাচে গোমতী জেলা দল টাই ব্রেকারে পেনাল্টি শুট আউটে ৩-১ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে হারিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উন্নীত হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের খেলা অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হলে, ম্যাচ টাইব্রেকারে পেনাল্টি শুট আউট-এর দিকে গড়ায়। রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার অঙ্গ হিসেবে অনূর্ধ ১৭ মেয়েদের ফুটবল টুর্নামেন্ট দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়া ওল্ড টাউন হল গ্রাউন্ডে আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সভাধিপতি শ্রীমতি কাকলি দাস দত্ত। অনুষ্ঠানে বিশেষ ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে অন্যান্যদের মধ্যে বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুতে স্বাগত ভাষণ রাখেন দপ্তরের সহ অধিকর্তা মিহির শীল। সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি ধন্যবাদও জানান।

অনূর্ধ ১৯ কোচবিহার ট্রফি : এলিট গ্রুপ-এ

দল	ম্যা:	জ:	প:	ড্র:	গড়	প:
বিদর্ভ	৩	২	১	০	১.২৯১	১৪
মুম্বাই	৩	২	০	১	১.৩২৭	১৪
চন্ডিগড়	৩	২	১	০	১.৫৫০	১৩
পাঞ্জাব	৩	১	১	১	১.০১৪	৯
গোয়া	৩	০	২	১	০.৭৩৪	৩
ত্রিপুরা	৩	০	২	১	০.৪৪০	১

বিজয় মার্চেন্ট : ব্যাটিং ব্যর্থতায় ওড়িশার কাছেও ইনিংস পরাজয়ের পথে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা-৮২ ও ৬৮/৮ ওড়িশা-২২৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। নিশ্চিত পরাজয়ের পথে ত্রিপুরা। রাজ্য দলের পরাজয় এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের শেষ হওয়ার আগ মূহুর্ত থেকে আকাশ যেভাবে কালো চাদরে মুখ ঢেকে রেখেছে তা যদি শেষ দিনেও বজায় থাকে তাহলে অন্তত ১ পয়েন্ট পেতে পারে রাজ্যদল। তবে এর সুযোগ কম বলে জানা গেছে। গুয়াহাটির মঙ্গলদৈ এ অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে। শেষ দিনে ইনিংস পরাজয় এড়াতে ত্রিপুরার দরকার আরও ৭৪ রান। হাতে রয়েছে মাত্র ২ উইকেট। ফলে পরাজয় অনেকটাই নিশ্চিত। মঙ্গলদৈ স্পোর্টস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ত্রিপুরার ৮২ রানের জবাবে ওড়িশা প্রথম ইনিংসে ২২৪ রান করেছিলো। ১৪২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের শেষে আবার ব্যাটিং বিপর্যযের শিকার হয়ে ৮ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৬৮ রান করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিনের ৫ উইকেটে ৯১ রান নিয়ে খেলতে নেমে ওড়িশা দ্বিতীয় দিনে আরও ১৩৩ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ৫ টি উইকেট হারায়। এদিন দলকে কার্যত চালকের আসনি নিয়ে যায় রেহান খান। দুরন্ত ব্যাট করে অর্ধশতরান করে ওই ডানহাতি ব্যাটসম্যানটি। ১৩৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে দলকে ভালো জায়গায় নিয়ে যায় রেহান। এছাড়া দলের পক্ষে রুদ্র মল্লিক ৪৫ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ এবং বিশাল প্রসাদ ৪৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। ত্রিপুরার পক্ষে রিয়াদ হুসেন ৫৫ রান দিয়ে ৩ টি,দেবজ্যোতি পাল ২৫ রান দিয়ে, দ্বীপ দেব ৩৪ রান দিয়ে এবং সুজিত ঋষি দাস ৩৫৬ রান দিয়ে ২ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই আবার ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয় ত্রিপুরা। ওড়িশার বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে ২২ গজেএ মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মন্ডালোর জন্য যখন খেলা বন্ধ হয় তখন ত্রিপুরা ৩৩ ওভার ব্যাট করে ৮ উইকেট হারিয়ে ৬৮ রান করতে সক্ষম হয়। অলরাউন্ডার রিয়াদ হুসেন ৩০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রানে এবং নীতিশ কুমার সাহানি ১ বল খেলে ১ রানে অপরাজিত রয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরার পক্ষে ওপেনার মাহিন ৬০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ রান করে। ত্রিপুরার আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি। ওড়িশার পক্ষে যোগেশ্বর বাগ ১২ রান দিয়ে ৪ টি উইকেট নিয়ে ত্রিপুরার মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়।

২২তম রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসর রানীরবাজারে জানুয়ারিতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্য মাস্টার্স অ্যাথলিটিক্স আসর এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে রানীরবাজারে। মাস্টার অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং রানীরবাজার প্লে সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় আগামী ৭ জানুয়ারি ২২তম স্টেট লেভেল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা ২০২৩-২৪ রানীরবাজার কোচিং সেন্টার ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবারে আগরতলাস্থিত এক অভিজাত হোটেলের কনফারেন্স হল-এ মাস্টার অ্যাথলেটিস অ্যাসোসিয়েশনের জরুরী বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজ্যভিত্তিক এই মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক পুরুষ ও মহিলা মাস্টার্স অ্যাথলেটদের আশিস পাল, প্রিয় লাল সাহা অথবা রানীর বাজার প্লে সেন্টারের সম্পাদক উমাকান্ত দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে সম্পাদক এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

ছোটদের ক্রিকেট পরিত্যক্ত তিন ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। পরিত্যক্ত হলো ৩ টি ম্যাচ।

দিনভর বৃষ্টির জন্য। বৃহস্পতিবার সদর অনূর্ধ-১৩ ছোটদের ক্রিকেটের ৩ টি ম্যাচ ছিলো। নীপকো মাঠে এগিয়ে চলো সঙ্ঘ - মডার্ণ ক্রিকেট আকাদেমি, ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে জুটমিল- কর্ণেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এবং নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে এন এস আর সি সি - তরুণ সঙ্ঘের ম্যাচ ছিল।

বুধবার রাত থেকে অনবরত বৃষ্টি হওয়ায় মাঠে জল জমে যায়। ফলে ম্যাচ করানো সম্ভব হয়নি। এদিন ম্যাচ না হওয়ায় ক্ষতি হলো জুটমিল, কর্ণেল এবং আর সি সি-র।

কারন ৩ দলই আসরের প্রথম ম্যাচে পরাজিত হয়েছিল। উল্লেখ্য, টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের বি-গ্রুপের প্রথম দিনের খেলায় প্রগতি প্লে সেন্টার ৯ উইকেটের ব্যবধানে কর্নেল চৌমুহনী ক্রিকেট কোচিং সেন্টারকে পরাজিত করেছিল। এছাড়া, অপর খেলায় এগিয়ে চলো সংঘ ৭ উইকেটের ব্যবধানে এনএসআরসিসি কে এবং তরুণ সংঘ প্লে সেন্টার ১০ উইকেট এর ব্যবধানে জুট মিল প্লে সেন্টারকে পরাজিত করেছিল।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজে সবচেয়ে বেশি রান যাঁদের

কেপটাউন, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): আর কয়েকদিন বাদেই দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলবে ভারত। রয়েছে তিনটি করে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ান ডে। ছাড়া রয়েছে দুটি টেস্ট ম্যাচ। ১০ ডিসেম্বর প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে। টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব।

দু ''দেশের এই টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি রান কার কার রয়েছে। তা দেখে নিন তালিকা থেকে।

ভারতের হয়ে:

রোহিত শর্মা:

দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সাদা বলের সিরিজে তিনি নেই। এই রোহিত শর্মারই প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে বেশি রান রয়েছে।রয়েছেন প্রথম স্থানে। এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৭ ম্যাচে ৪২০ রান করেছেন তিনি।

সুরেশ রায়না:

এই তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরেশ রায়না। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে এক ডজন টি-টোয়েন্টিতে ৩৩৯ রান রয়েছে রায়নার।

বিরাট কোহেলি:

প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে রানের নিরিখে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন তিনি। এই সিরিজে আরো এগিয়ে যেতে পারতেন কোহলি। কিন্তু সাদা বলের সিরিজে বিশ্রাম নিয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিতে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে ১৩ ম্যাচে করেছেন ৩১৮ রান।

শিখর ধাওয়ান:

এখন তিনি ভারতীয় দল থেকে প্রাক্তন হয়ে গেছেন। প্রাক্তনদের তালিকায় নাম উঠে গিয়েছে শিখর ধাওয়ানের।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি রানের নিরিখে সাতে রয়েছেন শিখর ধাওয়ান। ৭ ম্যাচে ২৩৩ রান করেছেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে:

ডেভিড মিলার:

দু''দেশের সাক্ষাতে টি-টোয়েন্টিতে রানের নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ডেভিড মিলার।

ভারতের বিরুদ্ধে ১৮ ম্যাচে ৩৭৯ রান করেছেন এই বাঁ হাতি প্রোটিয়া ব্যাটার।

কুইনটন ডি কক:

ভারতের বিরুদ্ধে এবার ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে মিস করবে কুইন্টন ডি কক।

ভারতের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টিতে ১০ ম্যাচে ৩১২ রান রয়েছে ডি ককের।

ডুমিনি:

তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার জেপি ডুমিনি। ভারতের বিরুদ্ধে ১০ ম্যাচে ২৯৫ রান রয়েছে এই প্রোটিয়া ব্যাটারের।

১৭৮ কোটি টাকায় গ্রানাডার তারকা ব্রায়ান জারাগোজাকে দলে ভেড়াল বায়ার্ন মিউনিখ

মিউনিখ, ৭ ডিসেম্বর (হি.স.): চলতি মরসুমে লা লিগায় বেহাল দশা গ্রানাডার। অবনমনের শঙ্কায় রয়েছে তারা।একটি মাত্র জয় পেয়েছে দলটি। তবে গ্রানাডা যাই খেলুক না কেন ব্রায়ান জারাগোজা কিন্তু দারুন খেলে নজর কেড়েছেন বড় ক্লাবগুলোর। এবারের দলবদলে তাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়তই,কিন্তু তার আগেই তাকে দলে টানল বায়ার্ন মিউনিখ। গ্রানাডার এই তরুণ উইঙ্গার ব্রায়ান জারাগোজাকে ১৫ মিলিয়ন ইউরোতে দলে নিল বুন্দেসলিগা জায়ান্ট ব্রায়ান মিউনিখ। অর্থাৎ এই মূল্যের বিনিময়ে এই স্প্যানিশকে বায়ার্নের কাছে বিক্রি করেছে গ্রানাডা।তবে এখনই বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে নামতে পারছেন না এই স্প্যানিশ তারকা। চলতি মরসুমে নিজের বর্তমান ক্লাবেই খেলবেন। আগামী বছর জুনে মরসুম শেষ হলে তিনি বায়ার্নের হয়ে খেলবেন।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় মধুপুরে শিবিরের উদ্বোধন

জনগণের কল্যাণে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কাজ করছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের সার্বিক বিকাশ ও জনগণের কল্যাণে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। রাজ্য সরকারও সবকা সাথ সবকা বিকাশের নীতি নিয়েই কাজ করছে। আজ মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রাঙ্গণে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে আয়োজিত শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি অ্যাম্বলেন্স পরিষেবারও উদ্বোধন করেন। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অন্তরা সরকার দেবের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে এই অ্যাম্বলেন্সটি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুযোগ সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই দুই কর্মসূচির সূচনা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবার সুবিধা পৌঁছে দিতেই বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযান শুরু হয়েছে। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় কেন্দ্রীয় সরকারের ১৮টি প্রকল্পে দেশের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকার বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনায় দুর্বল অংশের মানুষকে আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী অন্ন যোজনায় খাদ্যের অভাব মেটানো হচ্ছে। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচিতে মা ও কন্যা সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বচ্ছ ভারত মিশনে প্রতিটি এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। আয়ুমান ভারত প্রকল্পে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল অংশের মানুষের চিকিৎসায় সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যে জল জীবন মিশনে গ্রাম ও শহর এলাকার প্রতিটি বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত ও বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, সিপাহীজলা জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার অমিত পাঠক, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুবীর চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ছন্দা দেববর্মা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ও অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের হাতে ৭ লক্ষ টাকার মুদ্রা লোন, বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের প্রতিনিধিদের হাতে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ঋণের চেক ও ১০৭ জনের হাতে জমির পাট্টার প্রমাণপত্র প্রভৃতি তুলে দেন।

তেলিয়ামুড়ায় অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি থানার ভূমিকায় ক্ষোভ জনমনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ ডিসেম্বর।। দুর্গাপূজার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পশ্চিমী সংস্কৃতির অন্তরালে নানা বেআইনি কাজকর্ম অব্যাহত রয়েছে। সবকিছু জেনেশুনেও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাতে সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনা ঘটে যাওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। কোন ধরনের অঘটন ঘটে গেলে এর দায় পুলিশ এড়াতে পারবেনা। এদিকে, অর্কেস্ট্রারের নামে থানার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকাতে উশৃংখলতা চলছে। ঠিক এর পাশাপাশি প্রায় প্রতিদিন চলছে ঝান্ডি মুন্ডা জুয়ার আসর। এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের তরফে। এতে তেলিয়ামুড়া থানার ভূমিকা নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। তবে রঙ্গিয়াটিলা, তুইমধু সহ লক্ষীরাম হাটি এলাকার সমাজ সচেতন একাংশ মানুষ নিজেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই প্রকারের অনাচারকে বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এলাকাবাসীরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এলাকাবাসীর তরফ থেকে গত ৩ ডিসেম্বর তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে অর্কেস্ট্রারের আসর বন্ধ করার জন্য আবেদন জানায়।

এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এতদিন অতিক্রম হতে চললেও তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ কোন ভূমিকা গ্রহণ করেনি বলে অভিযোগ। উশৃংখল আচরণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস অর্থদান রাজ্যপালের

আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজভবনে আজ বিকেলে সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুকে সৈনিক কল্যাণ বোর্ডের ত্রিপুরার অধিকর্তা অবসরপ্রাপ্ত বিগেডিয়ার জে পি তিওয়ারি পতাকা পরিয়ে দেন। রাজ্যপাল সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস তহবিলে অর্থও দান করেন। এ উপলক্ষে দেশের প্রতি সশস্ত্র সেনা জওয়ানদের ত্যাগ ও সাহসের জন্য রাজ্যপাল তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। সাহসী সৈনিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণে সশস্ত্র বাহিনীর পতাকা দিবস তহবিলে অর্থ দান করার জন্য রাজ্যপাল রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কাঞ্চনপুরে চারশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ডিমের অভাবে পুষ্টি প্রকল্প বন্ধের পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৭ নভেম্বর।। কাঞ্চনপুরে প্রায় চারশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ডিমের অভাবে পুষ্টি প্রকল্প বন্ধের পথে বলে অভিযোগ মিলেছে। এডিসি খুমলুং প্রশাসনের সিদ্ধান্তহীনতার কারনে গত ছয় মাস ধরে কাঞ্চনপুর আইসিডিএস প্রজেক্টের আওতাধীন দশদা সিডিপিও দপ্তরের অধিনস্ত ৩৮৫ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ডিম সরবরাহ বন্ধ থাকায় পুষ্টি প্রকল্প পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে বলে অভিযোগ।

গত ছয় মাস ধরে কাঞ্চনপুর আইসিডিএস প্রকল্পের তেরোটি সেক্টরেই ডিম সরবরাহ বন্ধের কারনে শিশু প্রসুতি মা দের পুষ্টি প্রকল্প বন্ধ রয়েছে। কিন্তু এডিসির সমাজশিক্ষা এবং সমাজ কল্যান দপ্তর রহস্যজনকভাবে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

উল্লেখ্য কাঞ্চনপুর আইসিডিএস প্রজেক্টের দশদা সিডিপিও দপ্তরটি এডিসির সমাজ কল্যান এবং সমাজ শিক্ষা দপ্তরের আওতাধীন। এই প্রজেক্টে দশদা এবং জম্পুই সিডিপিওর অধিনস্ত সব কয়টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ডিম সরবরাহ বন্ধ থাকায় পুষ্টি প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। দশদা প্রকল্পে ৩৮৫টি এবং জম্পুই প্রকল্পে ৬১ অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে অধিকাংশই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেই চলছে।

গত ছয় মাস থেকে ঐ সব এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ডিম সোয়াবিন সরবরাহ বন্ধ অজ্ঞাত কারনে। জানা গেছে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিকভাবে ডিম এবং সোয়াবিন কেনার জন্য এডিসির হেড কোয়ার্টার খুমলুংয়ে দরপত্রের মাধ্যমে সরবরাহকারি নিযুক্ত করা হয়।

গত বৎসর খুমলুংয়ে দরপত্র ডেকে যে সরবরাহকারি সংস্থাকে ডিম সরবরাহের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে আমরা বাঙালির চার ঘন্টার গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর , ৭ ডিসেম্বর।। একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষে ধর্মনগরের নেতাজী মূর্তির পাদদেশে আমরা বাঙালির চার ঘন্টার গণ অবস্থান সংঘটিত হয়েছে। আজ সকাল ১১: ০০ টা চার ঘন্টার গণ অবস্থান সংগঠিত হয়েছে। এই গণঅবস্থানে আমরা বাঙালির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল, রাজ্য কমিটির সদস্য বিদ্যুৎ দেবনাথ সহ অন্যান্য মহকুমার সদস্যরা।

রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বলেন, ২০২৫ থেকে যে নতুন শিক্ষা নীতি চালু হচ্ছে তাতে ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের যেকোনো একটি ধ্রুপদী ভাষাকে নেওয়ার অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ছয়টি ধ্রুপদী ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান নেই। বাংলা ভাষা, ভারতের সংবিধান স্বীকৃত ভাষা গুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষা থাকলেও এই ধ্রুপদী ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষাকে স্থান দেওয়া হয়নি। যে ভাষা দেশে এবং সারা পৃথিবীতে সমাদৃত সেই ভাষাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে। ভারতের জাতীয় সংগীত এবং পার্শবর্তী দেশ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত যে ভাষার উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন সেই ভাষাকে উপেক্ষা বাঙ্গালীরা কোনোমতেই মেনে নেবে না।এদিন তিনি আরও বলেন, বাংলা ভাষায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এখন ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে তার বিরোধিতায় রাজ্য জুড়ে আমরা বাঙালি গণঅবস্থানে সামিল হয়েছে। প্রয়োজনে ওপার বাংলায় যেমন করে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, তাছাড়া আসামের বরাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল বাংলা ভাষার রক্ষার্থে পুনরায় এমন করে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে

তদন্তে গাফিলতির অভিযোগে ৮ পুলিশের অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ ডিসেম্বর।। পুলিশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বিরোধী দলের পাশাপাশি শাসক দলের তরফ থেকেও এ ধরনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো তিতিবিরক্ত পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এ ধরনের অভিযোগের প্রামাণ্য তথ্য পেলে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই বিশালগড় মহকুমায় পুলিশ প্রশাসনের চরম গাফিলতিতে আইনশৃঙ্খলা প্রতিদিন প্রশ্নের মুখে। এ অবস্থায় ৮ পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে নেওয়া হল কঠোর পদক্ষেপ। নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের বেতন আটকে দেওয়ার জন্য। এর নির্দেশ জারি করেছেন জেলা পুলিশ সুপার বি জে রেড্ডি।

এই পুলিশ অফিসাররা হলেন মৃদুল মজুমদার, রাকেশ দেবনাথ, অসিৎ ভট্টাচার্যী, বিষ্ণুপদ ঘোষ, পার্থ সাহা, প্রদীপ নাট্য, জহরলাল দেববর্মা, অরুণ দেববর্মা। তারা সকলে সাবন্সপেক্টর এবং এসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত। তারা তিনটি মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে গাফিলতি করেছেন। যার পরিনামে জেলা পুলিশ সুপারের এই নির্দেশিকা জারি করতে হয়েছে। শুধু বিশালগড়েই নয়, অন্যান্যস্থানেও এ ধরনের দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে।

১২ ডিসেম্বর রাজ্যের ২০টি বিধানসভায় পাঁচ দিবসীয় বিস্তারক যোজনা কার্যক্রমের সূচনা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের ২০টি জনজাতি সংরক্ষিত বিধানসভা আসনে পাঁচ দিবসীয় বিস্তারক যোজনা কার্য্যক্রমের সূচনা হতে চলেছে। লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে এটাই বিজেপির অন্যতম প্রধান কর্মসূচি। আজ দলীয় মুখ্য কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

এদিনের বৈঠকে উপসিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের, মন্ত্রী শান্তনা চাকমা, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের ২০টি জনজাতি সংরক্ষিত বিধানসভা আসনে পাঁচ দিবসীয় বিস্তারক যোজনা কার্য্যক্রমের সূচনা হতে চলেছে। এই কার্য্যক্রমকে সামনে রেখে বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠকের আয়েজন করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে ত্রিপুরার দুটি আসনে জয়ী হওয়াই একমাত্র লক্ষ্য।

জিবির চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত হচ্ছে, দাবি চিকিৎসকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবির চিকিৎসা পরিষেবার মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে বলে দাবি করেছেন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

জিবির মাইক্রো বায়োলজি ডিপার্টমেন্টে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস সহ চার ধরণের অনুজীবীদের রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। রয়েছে পৃথক ইউনিট। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান এই বিভাগের প্রধান ডাঃ তপন মজুমদার।প্রতি বৃহস্পতিবার আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবি হাসপাতালের তরফে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের তরফে পৃথকভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে তথ্য তুলে ধরা হয়। বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক সম্মেলনে মাইক্রো বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন জিবি -র এম এস শঙ্কর চক্রবর্তী, বিভাগের প্রধান তপন মজুমদার, এসোসিয়েট প্রফেসার ডাঃ শিবব্রত ভট্টাচার্য সহ অন্যরা। এদিন ডাঃ তপন মজুমদার জানান, এই বিভাগে দুটি বায়ো সেফটি লেভেল থ্রি ল্যাবরেটরি রয়েছে। দেশের কোন মেডিক্যাল কলেজে দুটি নেই। করোনার পরবর্তী সময়ে রাজ্যে ল্যাবগুলি আপডেট করা হয়েছে। মারাত্মক সংক্রমণ কারী জীবাণু চিহ্নিত করণে রাজ্যের বাইরে বেশি পাঠাতে হয় না।' সব মিলিয়ে রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসক মহল।

সাউথ জোনের উদ্যোগে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ ডিসেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন চারিপাড়ায় বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিঘরে সুশাসন ও বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা। সরকারি সুযোগ-সুবিধা মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে গোটা রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ এবং বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা।করোনা অতিমারির কারণে যাদের কাছে সরকারের সুযোগ-সুবিধা পৌছেনি তাদের কাছে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার দুটি কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার চারিপাড়া বিদ্যালয়ের হলঘরে আগরতলা পুর নিগমের সাউথ জোনের পক্ষ থেকে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা ও প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ লাভার্থী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মিনারানী সরকার, সাউথ জোনের চেয়ারম্যান অভিজিৎ মল্লিক, পুর নিগমের এডিশনাল কমিশনার সাজ্জাদ আলী সহ অন্যান্যরা। আগরতলা পুর নিগম কর্পোরেশনের সাউথ জোনের উদ্যোগে আবাস যোজনা বেনিফিসিয়ারিদের নিয়ে এদিনের লাভার্থী সম্মেলন বলে জানান বিধায়িকা মিনারানী সরকার। এলাকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

রাজ্যে তৈরি হবে সাইন্স সিটি ঃ কেন্দ্রীয়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,৭ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে সাইন্স সিটি। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে আজ এক চিঠি মাধ্যমে একথা জানিয়েছেন সংস্কৃতি, পর্যটন এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশ মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

তিনি চিঠিতে আরও জানিয়েছেন, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান চর্চার জন্য এক বিশেষ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে রাজ্যে তৈরি হবে সাইন্স সিটি। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে এটি।

তিনি আশাবাদী এর ফলে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান চর্চা উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

জয়গুরু জয়গুরু জয়গুরু

শুভ ১৯তম বিবাহ বার্ষিকী

অপুরাম সরকার ও লিলু দে সরকার

বিবাহ তারিখ: ০৮-১২-২০০৪ ইং, বুধবার

আজ তোমাদের ১৯ তম বিবাহ বার্ষিকীতে সদগুরু শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সবস্বতী পরমহংসদেবের রাতুল চরনে প্রার্থনা করি তোমাদের সুস্থ্য, সুখী ও সমৃদ্ধশালী দীর্ঘ মধুময় দাম্পত্য জীবন এবং এই দিনটি তোমাদের জীবনে বার বার ফিরে আসুক-

এই আশীর্বাদ ও শুভ কামনায়

আশীর্বাদান্তে - সন্ধ্যা, স্বপ্না, তপ্না (দিদিগণ),রত্না, ঝর্ণা, রাঙা, টুকলু (বোনেরা),বিকাশ দা, মিঠু,স্বপন, নারু,রাজু(ভগ্নিপতিগণ),শিবুদা, শংকর, গুপু (ভাই), শিখা,রেখা,ঝর্ণা, রাঙা (জেঠালিগণ), অনিতা-বাণী(বৌদিগণ),শুক্লা, মালা, চুমকি, পিকু,দ্বীপশিখা, গুণগুণ(মেয়ে),অমরদা, সুরঞ্জনদা, শিবুদা, প্রাণকৃষ্ণদা (ভায়রাভাইগণ), ভাগিনা, ভাগ্নিগণ - অন্যান্য আত্মীয় পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীরা।

খিলপাড়া, উদয়পুর, গোমতী জেলা, ত্রিপুরা

মোবাইল- ৯৪৩৬৫১৮৩৭৮, ৯৪৩৬৪৭০৭৪২

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।